নিশানা এবং ফাঁদ : ইসলামভীতি, মানবাধিকার এবং দেশের অভ্যন্তরে ভীতির সৃষ্টি

CHR&GJ
center for human rights and global justice
nyu school of law

CHR&GJ
center for human rights and global justice
nyu school of law

জেগে ওঠো, চোখ খোলো, চারদিকে তাকিয়ে দেখো কেমনভাবে এই পৃথিবীটা পাল্টে গেছে... অন্ততঃ পাঁচ মিনিট এই মামলাগুলির দিকে তাকিয়ে দেখো, একটু ভালো করে খোঁজখবর নাও, এবং সঠিক প্রমাণ অনুসন্ধান কর।
লায়লা ডিউকা, ১৩ বছর বয়স, "ফোর্ট ডিক্স ফাইভ" মামলার "আসামী" ড্রিটান ডিউকার মেয়ে।

নিউবার্গ প্রবলভাবে দারিদ্রপীড়িত ছোট শহর। ওরা এই বিশাল কাজের পিছনে কত টাকা খরচ করেছে? একটা ভুয়ো মোকদ্দমা তৈরি করার জন্য মিলিয়ন ডলার ব্যয় না করে সেই টাকা এই সমাজের ভবিষ্যতের জন্য ব্যয় করলে অনেক বেশি কাজ হতো। এসব মোকদ্দমা করে কোনো নিরাপত্তাই তৈরি হয় না।
অ্যালিসা ম্যাকউইলিয়ামস্, "নিউবার্গ ফোর" মোকদ্দমার "আসামী" ডেভিড উইলিয়ামসের নিকট আত্মীয়া।

অনেকগুলো গল্প একটা আর একটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমাদের সমাজের অনেক পুরুষকে নিশানা করা হয়েছে, এবং মহিলা ও শিশুদের কথা সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করা হয়েছে।
"আসামী" শাহওয়ার মতিন সিরাজের মা।

নিশানা এবং ফাঁদ : ইসলামভীতি, মানবাধিকার এবং দেশের অভ্যন্তরে ভীতির সৃষ্টি [1]

এগারোই সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে, মার্কিন সরকার আমেরিকার মুসলমানদের নিশানা করেছে – প্রধানতঃ মসজিদও মুসলমান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বেতনভুক, অশিক্ষিত ও অপটু গুপ্তচর নিয়োগের মাধ্যমে। এই ব্যবস্থায় ২০০ এরও বেশি ব্যক্তিকে সন্ত্রাস বিষয়ক মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। মার্কিন সরকার এই মোকদ্দমাগুলিকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রাক্তন এফবিআই কর্মীরা, স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, সংবাদমাধ্যম, জনসাধারণ এবং সামাজিক সংস্থাগুলি এই ব্যবস্থার বৈধতা ও কার্যকরিতা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এই সমালোচকেরা বলেন যে এই প্রকার গুপ্তচরবৃত্তি এবং তার ফলে আনীত অভিযোগগুলি ফাঁদ পাতার নামান্তর মাত্র।

বর্তমান প্রতিবেদনে[1] তিনটি উঁচু পর্যায়ের সন্ত্রাস-মোকদ্দমা বিশ্লেষণ করা হয়েছে – যে মোকদ্দমাগুলিতে সরকার-নিযুক্ত গুপ্তচরেরা গল্পগুলি সাজিয়েছে এবং মানুষকে প্ররোচিত করেছে, যার ভিত্তিতে পরে অভিযুক্তদের বিচারের কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। তিনটি মামলাতেই এফবিআই অথবা নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট (এনওয়াইপিডি)বেতনভুক ব্যক্তিদের খবর সংগ্রহের জন্যে কোন সন্দেহ ছাড়াই মুসলমান সমাজে অথবা পরিবারের মধ্যে প্রেরণ করেছে। এই গুপ্তচর অথবা খবর সংগ্রহকারীরা কোনো শিক্ষা বা দক্ষতা ছাড়াই আইনরক্ষক হিসেবে কাজ করেছে। তারা অনেক সময়ে সরকারের কাছ থেকে অন্য সুযোগসুবিধা পাওয়ার জন্যে এ কাজে নিযুক্ত হয়েছে – যেমন তাদের নিজেদের পূর্বেকার অপরাধের শাস্তি মকুব অথবা ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসের পরিবর্তন। এছাড়া তাদেরকে খবর সংগ্রহের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে। এই সব ব্যবস্থা বিভিন্নপ্রকার বিপদজনক লোভ ও প্ররোচনার সৃষ্টি করেছে।

যে মোকদ্দমাগুলি আমরা এই প্রতিবেদনে আলোচনা করেছি, তাতে সরকারী গুপ্তচরেরা নিজেদের মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিয়েছে এবং অন্য মুসলমানদের হিংসাত্মক কাজকর্ম করার জন্য প্ররোচিত করেছে। তারা হিংসামূলক জিহাদ জারী করার জন্য মানুষকে জোর করেছে, এবং প্রকৃতপক্ষে মানুষকে মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করা যে তাদের কর্তব্য – এই বিষয়ে বিশেষভাবে উৎসাহ দান করেছে।

তিনটি মোকদ্দমার মধ্যে দু'টিতে সরকার আসামীদের দুর্বলতাগুলির সুযোগ নিয়েছে- যার মধ্যে পড়ে দারিদ্র্য এবং কম বয়স – যা তাদের উৎসাহিত করতে সাহায্য করেছে। তিনটি মামলাতেই সরকার আসামীদের জন্য প্রস্তাবিত স্থানগুলি হিংসামূলক কাজকর্মের জন্য পছন্দ করে দিয়েছে বা সেখানে যেতে উৎসাহ প্রদান করেছে। তিনটি মোকদ্দমাতেই সরকারপক্ষ আসামীদের অস্ত্রশস্ত্র, হিংসামূলক ভিডিও বা অন্যান্য তথ্য হয় সরবরাহ করেছে অথবা পেতে উৎসাহ দান করেছে। এই জিনিষগুলি পরে আসামীদের অভিযুক্ত করতে কাজে লাগানো হয়েছে।

---

[1] নিশানা ও ফাঁদ : ইসলামভীতি, মানবাধিকার এবং দেশের অভ্যন্তরে ভীতির সৃষ্টি" শীর্ষক রচনার উক্ত সংস্করণটি মূল প্রবন্ধের অংশবিশেষ যা অনুবাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তা ১৮ মে ২০১১ পর্যন্ত তথ্য সম্বলিত। টীকা ও তথ্যসূত্রসহ মূল প্রবন্ধটির জন্য অনলাইনে দেখুন এখানে: www.chrgj.org/projects/docs/targetedandentrapped.pdf

© Lyric R. Cabral

সরকার এই তিনটি পরিকল্পনাতেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।তারপর তারা সেই ছকগুলি "ব্যর্থ" করে দিয়েছে এবং আসামীদের অভিযুক্ত করেছে। এই মোকদ্দমাগুলির আসামীরা প্রত্যেকেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, এবং ২৫ বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পেয়েছে। এই মামলাগুলি, এবং একইধরনের অন্য মামলা যাতে গুপ্তচরদের দেওয়া তথ্যকে অপব্যবহার করা হয়েছে – সেগুলি সরকারের "স্বদেশ-উদ্ভূত সন্ত্রাসী আতঙ্ক" দাবীকে সমর্থন করতে প্রধানভাবে সাহায্য করে। সরকারের এই ভূমিকাকে অনেকেই গুরুতরভাবে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন; তাঁরা এই প্রকার আইনকানুন ও তার প্রয়োগ সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্নও তুলেছেন।

এই প্রতিবেদনে আসামী ডেভিড উইলিয়ামস্‌ ও "নিউবার্গ ফোর" মামলা, আসামী এলাইভার, ড্রিটান ও শেন ডিউকা এবং "ফোর্ট ডিক্স ফাইভ" মামলা, এবং শাহওয়ার মতিন সিরাজ মামলায় সরকারী অভিযোগের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ডেভিড, এলাইভার, ড্রিটান, শেন ও শাহওয়ারের পরিবারের সদস্যদের এই প্রতিবেদনের জন্য সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে – যা সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড গ্লোবাল জাস্টিসের মার্কিন সন্ত্রাসবিরোধী কাজকর্ম এবং মুসলমান, আরব, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়গুলির ওপর তার প্রভাব সম্পর্কে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী কাজকে তথ্যপ্রদান করে। আমরা অন্য বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গকেও সাক্ষাৎ করেছি ও তাঁদের পরামর্শ নিয়েছি। এইগুলিকে আমরা এই বিষয়, আদালতের তথ্য ও সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট বিশ্লেষণ করতে কাজে লাগিয়েছি।

যে পরিবারগুলিকে আমরা সাক্ষাৎকার করেছি, তাদের কথায় বোঝা যায় মুসলমান সম্প্রদায় ও পরিবারবর্গের ওপর কী বিশাল ক্ষতির সৃষ্টি হয়েছে। সন্ত্রাসবিরোধী আইনকানুন, নীতি ও তার প্রয়োগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈষম্যবিরোধী ও মানবাধিকারের যে রক্ষাকবচ আইনকানুন আছে – যথা, সুবিচার, ধর্মীয় স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, এবং অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিকারব্যবস্থা গ্রহণ – সেগুলিকে অগ্রাহ্য ও ভূলুণ্ঠিত করে।

এই পরিবারগুলি এই অবিচারের বিপক্ষে সরব হয়েছেন। তাঁরা আনীত এই অভিযোগগুলির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলেছেন। ক্রমবর্ধমান সংখ্যক পর্যবেক্ষক, সম্প্রদায় নেতৃবৃন্দ, বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষিতমহল সরকারের এই পদ্ধতির বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন, এবং স্বদেশ-উদ্ভূত সন্ত্রাস ও নিরাপত্তার উন্নতি সম্পর্কে সরকারের দাবীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন।

এই প্রতিবেদনের মোকদ্দমাগুলি সামগ্রিক পরিস্থিতি থেকে আলাদা নয়। অন্য আরো বেশ কয়েকটি মোকদ্দমাতেও একই ধরনের উদ্বেগের কথা জানা গেছে, যা থেকে মনে হয় সারা দেশে মুসলমান সম্প্রদায়কে নিশানা করাই এই মোকদ্দমাগুলির লক্ষ্য। আমরা এই প্রতিবেদনে বলেছি যে সরকার মুসলমান সম্প্রদায়কে অপরাধী বানানোর এই প্রচেষ্টা বন্ধ করুক। এই প্রচেষ্টাতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কোনো উন্নতি ঘটে না, এবং শুধু তাই নয়, এই ব্যবস্থায় সারা দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রবলভাবে বর্ধিত হয়।

I. প্রসঙ্গ

এই প্রতিবেদনে যে নীতি ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তার মূল হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের "ভীতিজনক" হিসেবে চিহ্নিত করা। এই অংশটিতে প্রথমে আইনরক্ষা ও তার ব্যবহারিক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এবং তারপরে তাদের আইনি ব্যবস্থা যা কিনা এফবিআই ও এনওয়াইপিডি'কে চালনা করে, গুপ্তচর নিয়োগ করে এবং তদন্ত করার রাস্তা তৈরি করে, এবং সেগুলি করার জন্য যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাব – সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই মোকদ্দমাগুলিতে এই বিষয়গুলি খুবই প্রাসঙ্গিক।

(১) মুসলমানদের সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের সাথে যুক্ত করা

প্রথম সমস্যা হল মুসলমান ব্যক্তিদের সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের সাথে কোনোভাবে যুক্ত করা। মুসলমানদের সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করার সরকারী প্রচেষ্টার এটি একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। এ তথ্যও আছে যে অনেক আইনরক্ষককেই এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে তারা মুসলমানদের সম্ভাব্য সন্ত্রাসী বলে মনে করে।

তাছাড়া অনেকেই মনে করেন যে সরকার মুসলমানদের ওপর যেভাবে সন্ত্রাসী অপরাধের মামলা আনে, অ-মুসলমানদের ওপর। সেভাবে একই কাজের জন্য অভিযোগ আনে না। অথচ, এগারোই সেপ্টেম্বর, ২০০১- এর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অ-মুসলমান-কৃত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিংসা ইসলাম-প্ররোচিত ব্যক্তিদের চাইতে বেশি সংঘটিত হয়েছে।

এছাড়া, "অন্যেরা" সন্ত্রাসী – এই চেতনার সৃষ্টি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, কোন্ দেশে জন্ম, রাজনৈতিক মত কী –ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত, এবং ফলতঃ ইসলাম, মুসলমান এবং ইসলাম ধর্ম অবলম্বন এগুলিকে বৈষম্য প্রদান করে, এবং এগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার পরিপন্থী – এমন ধারণার সৃষ্টি করে। মুসলমান পুরুষমাত্রেই বিপদজনক – এমন ধারণার সৃষ্টি করে। "মুসলমান" এবং "আরব" এগুলি আর কোনো বিশেষ ধর্ম বা জাতিকে বোঝায় না – সংবাদমাধ্যম ইত্যাদি জনগণের মনে সরকারপ্রসূত ধারণার জন্ম দিয়েছে যে "মুসলমানদের মত দেখতে" এক ধরণের মানুষ আছে যারা একটি বিশেষ সমস্যা। মুসলমান সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয়

পদ্ধতিগুলিও এক বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা সম্ভাব্য সন্ত্রাস-এর সাথে যুক্ত। ফলতঃ পুলিশ ও আইনরক্ষা বাহিনী এই ধরণের মানুষদের বিশেষভাবে তদন্ত, পর্যবেক্ষণ ও অভিযুক্ত করে।

(২) চরমপন্থাবাদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

দ্বিতীয় বিষয় হল একটি দৃষ্টিভঙ্গী – যে আমেরিকার মুসলমানরা ইসলামের নামে চরমপন্থী ও হিংসামূলক আচরণ করছে। দু'হাজার সাত সালে এনওয়াইপিডি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, তার শিরোনাম ছিল "পশ্চিমে চরমপন্থাবাদ : স্বদেশজাত আশঙ্কা।" বর্তমান প্রতিবেদন উক্ত দৃষ্টিভঙ্গীকে একটি থিয়োরির চেহারা দিয়েছে। যদিও এই থিয়োরিকে সামান্য কয়েকটি সূত্র অনুসরণ ও অতি-সরলীকরণ করার জন্য সমালোচনা করা হয়েছে, কিন্তু সরকারের উচ্চতম পর্যায়ে সে-থিয়োরির বহু সমর্থন আছে। এই ধরণের থিয়োরির প্রধান বিষয়বস্তু হল – যে সন্ত্রাসের একটি সুনির্দিষ্ট পথ আছে এবং সেই পথের কতগুলি সুনির্দিষ্ট চিহ্ন আছে। অথচ, কোনো বাস্তবোচিত সামাজিক-বিজ্ঞান গবেষণাই কোনো একটি পদ্ধতিকে সন্দেহাতীতভাবে নির্দিষ্ট করতে পারে না। একই প্রকার সমস্যা হল, উক্ত চরমপন্থা-নির্দেশকগুলি অতি-সরলীকৃত, এবং তা মুসলমানদের ধর্মীয় প্রক্রিয়াগুলিকে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিতে দেখে।

তথাপি, মার্কিন সরকার এই চরমপন্থাগামী পথকে একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া বলে জনসমক্ষে প্রচার করছে। মার্কিন জনপ্রতিনিধি পিটার কিং এক বহুসমালোচিত কংগ্রেস শুনানির আয়োজন করেন, যার প্রধান বিষয় ছিল – যে মার্কিন মুসলমানরা দ্রুতগতিতে চরমপন্থাবাদে যোগ দিচ্ছে; মার্কিন মুসলমানরা এই গতি রুদ্ধ করার কোনো চেষ্টা করছে না; এবং আমেরিকার মুসলমান সম্প্রদায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের সহায়তা করছে না। অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, এফবিআই, ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি, এবং জাতীয় সন্ত্রাসবিরোধী কেন্দ্র – সকলেই এই চরমপন্থাগামিতা থিয়োরিকেই গ্রহণ করেছেন।

(৩) "প্রতিরোধমূলক" পুলিশী তৎপরতা

তৃতীয় বিষয় হল আইনরক্ষকদের সন্ত্রাস প্রতিরোধমূলক কার্যকলাপের দিকে পরিবর্তন। এই ক্ষেত্রে সরকার কোনো প্রকার কুকার্য ছাড়াই ব্যক্তিদের তদন্ত করতে পারে। এই প্রতিরোধমূলক কাজেরও তত্ত্ব হল যে, চরমপন্থার কতগুলি সুনির্দিষ্ট চিহ্ন আছে, এবং তাঁরা বলেন – যে বেশি চরমপন্থী হয়ে পড়ার আগেই এই ব্যক্তিদের উপর তদন্ত ও অভিযোগ আনা প্রয়োজন, যাতে তারা সম্পূর্ণভাবে সন্ত্রাসী হয়ে না পড়ে। অপরাধমূলক কাজকর্মের উপর নজর রাখার চাইতে, এই তত্ত্ব ও প্রক্রিয়া যাদের কাজকর্ম "মুসলমানদের মত", তাদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করাকে ত্বরান্বিত করে। তাদের ধর্মীয় সমাবেশ, মসজিদে যোগদান, মার্কিন সরকারের বিদেশনীতির রাজনৈতিক সমালোচনা ইত্যাদি এই কাজকর্মের মধ্যে পড়ে। সন্ত্রাসের উপর খবরদারির এই মডেলে গুপ্তচর নিয়োগ একটি প্রধান পদ্ধতি।

(৪) অনুমোদিত আইনী কার্যপদ্ধতি

চতুর্থ বিষয় হল – যা কিনা আমরা পরের অংশটিতে বিশদ ব্যাখ্যা করেছি – বিশেষ বিশেষ আইন ও নীতিমালা অনুসরণ, যেগুলিকে এই প্রতিরোধমূলক পুলিশী তৎপরতা ও অভিযোগ আনয়নে কাজে লাগানো হয়। যদিও এই কাজের কোনো আইনী নিয়ন্ত্রণ বা নিরাপত্তামূলক রক্ষাকবচ নেই। মার্কিন সরকার প্রবলভাবে এই বিশেষ আইনগুলি ব্যবহার করেছে যাতে সুনির্দিষ্ট কোনো অপরাধমূলক কাজকর্ম ছাড়াই এক ধরণের ব্যবহারকে – অপরাধমূলক কাজকর্মের ইচ্ছা আছে – এই বলে কাজে লাগানো যেতে পারে। যেমন, অপরাধের সঙ্গী হিসেবে দেখানো, বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে এমনভাবে দেখানো – এইসব আইনের ধারা। একই সাথে, সরকারের বিচার বিভাগ তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে, এবং দীর্ঘমেয়াদি অপব্যবহার- নিরোধক আইনগুলিকে শিথিল করেছে। এফবিআই-এর ক্ষমতার অপব্যবহার-নিরোধক অ্যাটর্নি জেনারেলের আইনগুলিও এর মধ্যে পড়ে। তার ওপর, বিচারবিভাগ জাতিবৈষম্যমূলক আচরণবিধি জাতি ও বর্ণবৈষম্য বিষয়ে নির্দেশিকা দিয়েছে। কিন্তু ধর্ম বা কোন্ দেশে জন্ম – এই বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা দেয়নি। এর ফলে জাতীয় নিরাপত্তা বা সীমান্ত নিরাপত্তা ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক ফাঁকফোকর থেকে গেছে।

উপরের এই চারটি বিষয় একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। সবগুলিকে একসাথে যোগ করলেই এই প্রতিবেদনটিকে বিশ্লেষণ করা যাবে – যে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যাবে তা হল কেমনভাবে বেতনভুক গুপ্তচরদের সাহায্যে মুসলমান সমাজকে চিহ্নিত ও অপব্যবহার করা হয়েছে।

II. অভ্যন্তরীণ আইনী বিধিব্যবস্থা

১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ এর পর থেকে, এফবিআই গোপনীয় তথ্যসংগ্রহ এবং আইনরক্ষণ – এই দুই কাজেই মনসংযোগ করেছে, তাদের সংবাদ ও তথ্যসংগ্রহ ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং তাদের কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দু সন্ত্রাস-প্রতিরোধমূলক চেহারা নিয়েছে। ফলস্বরূপ, এফবিআই তথ্যসংগ্রাহক, গুপ্তচর এবং অন্যান্য নজরদারি কাজকর্মে মনোনিবেশ করেছে, যার তথাকথিত লক্ষ্য হল সন্ত্রাস প্রতিরোধ। এর বৈষম্যমূলক দিকটি সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে, কারণ মুসলমান, আরব, দক্ষিণ এশীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের সম্প্রদায়গুলির উপরে এবং যারা সরকারের বিদেশনীতির কড়া সমালোচনা করে, তাদের উপরে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। গত কয়েক বছরে এফবিআই এর গুপ্তচর নিয়োগ ও অন্যান্য সহযোগী সাক্ষী নিয়োগ-সংক্রান্ত কার্যাবলী যেগুলি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্থানগুলিকে ব্যবহার করেছে – তা কঠিন সমালোচনা ও প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

সংবাদ সংগ্রাহক ও গুপ্তচরদের[2] এক বিশেষ সমস্যা আছে, তা হল এই – যে তারা আইনশৃঙ্খলার

[2] সহজ কথায় "গুপ্তচর" বা "তথ্য সংগ্রাহক" হলো- যারা অর্থের বিনিময়ে বা পূর্বে কৃত অপর কোন অপরাধের শাস্তি মওকুফের জন্য সাদা পোষাকে সরকারের হয়ে কাজ করে। আর "সহযোগী সাক্ষী" হলো এমন ব্যক্তি যে এক সময় উক্ত অপরাধ বা তার পরিকল্পনার সাথে যুক্ত ছিল কিন্তু সরকার তাকে বিচারের ক্ষেত্রে আনুকূল্য প্রদর্শণের শর্তে মামলায় সাক্ষী হিসেবে দাঁড়াতে বাধ্য করেছে।

স্বপক্ষে কাজ করে কিন্তু তাদের সে বিষয়ে কোনো বিশেষ শিক্ষা নেই। তার ওপর, তারা অনেক সময়েই সরকারের কাছ থেকে কোনো বিশেষ সুযোগসুবিধা পাওয়ার জন্য কাজ করে – যেমন তাদের নিজেদের পূর্বেকার কোনো অপরাধের শাস্তি মকুব বা ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসের পরিবর্তন। তার ওপর তারা এই খবর সংগ্রহ ও সরবরাহের জন্য পারিশ্রমিক পায়, যেগুলি বিপদজনক লোভ সৃষ্টি করতে পারে।

নিচের অংশটি আভ্যন্তরীণ আইনী বিধিব্যবস্থা ও এই ব্যবস্থায় গুপ্তচরবৃত্তির বিষয়টিকে বিশদভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে প্রাসঙ্গিক এফবিআই ও এনওয়াইপিডি নির্দেশিকাগুলি এবং ফাঁদে ফেলার বিরুদ্ধে আত্মসমর্থনকারী যুক্তিগুলি। দেখা যাবে, প্রায় কোনোভাবেই গুপ্তচরবৃত্তির এই অপব্যবহারের কোনো সীমারেখা নির্দিষ্ট করা হয়নি।

(১) মুকাসী নির্দেশিকা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত, এফবিআই বহুসংখ্যক আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ করেছে, যার মধ্যে পড়ে কুখ্যাত কো-ইনটেল-প্রো (COINTELPRO) কার্যাবলী, যেগুলিতে সরকারবিরোধী কাজকর্মের সাথে যুক্ত দল ও ব্যক্তিদের নিশানা করা হয়ে এসেছে। এই দলগুলি ও ব্যক্তিদের মধ্যে আছে কমিউনিস্ট পার্টি, কৃষ্ণাঙ্গ ও নারীমুক্তি আন্দোলন, এবং অন্য সরকার-সমালোচক দল। এফবিআই বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে এসেছে – যেমন গুপ্তচর, টেলিফোনে আড়িপাতা, চিঠিপত্র খোলা, জোর করে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ, এবং বাকস্বাধীনতার প্রথম সংশোধনী ব্যবহার করতে না দেওয়া। এই পশ্চাৎপটে, ১৯৭৬ সালে অ্যাটর্নি জেনারেল এডওয়ার্ড লেভি প্রথম "অ্যাটর্নি জেনারেল নির্দেশিকা" প্রণয়ন করেন, যাতে এফবিআই-এর গুপ্তচরবৃত্তি ও তদন্তমূলক কাজকর্মের উপর সঠিক সীমারেখা নির্দেশ করা যায়, যাতে তারা কো-ইনটেল-প্রো ধরনের ক্ষমতার অপব্যবহার না করতে পারে।

© Lyric R. Cabral

মুকাসী নির্দেশিকার কতগুলি গভীর সমস্যা আছে। কোনো সন্দেহজনক অপরাধমূলক কাজকর্ম ছাড়াই তা এফবিআই-কে তথ্যসংগ্রাহক ব্যক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অনুমতি দেয়। এই নির্দেশিকায়, উদাহরণস্বরূপ, এফবিআই গুপ্তচরদের কোনো অতি-ধার্মিক মসজিদগামী ব্যক্তির নাম, ই-মেল এবং ফোন নাম্বার সংগ্রহের অনুমতি দেয়, যদিও সেই ব্যক্তির ওপর অপরাধমূলক কাজকর্মের কোনরূপ সন্দেহ নেই।

আরো সঠিকভাবে বলা যেতে পারে,

(১) এই নির্দেশিকা এফবিআই-কে ব্যক্তির কোনরূপ কুকার্যে যুক্ত থাকা ব্যতিরেকেই প্রাথমিক তদন্ত ও তাঁর আচরণ সম্পর্কে ধারণাবলী সৃষ্টি করার অনুমতি দেয়।

(২) এই ধারণাবলীকে কেন্দ্র করে এই নির্দেশিকা এফবিআই-কে আরো গভীর ও বিশদ তদন্তমূলক কাজকর্মের অনুমতি দেয় – যেমন গোপনভাবে সে ব্যক্তির সভা-সমিতিতে এফবিআই নিযুক্ত গুপ্তচর পাঠানো, যেখানে গুপ্তচরেরা তাদের সঠিক পরিচয় গোপন করে লোকজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করতে পারে; এছাড়া সে ব্যক্তির গৃহে এবং কর্মক্ষেত্রে নজরদারি করতে পারে।

(৩) এ নির্দেশিকায় তদন্তের সীমা বা অনুমতি-সংগ্রহ-জাতীয় বাধ্যতামূলক নিয়মকানুনকে বর্জন বা হ্রাস করা যেতে পারে।

এই নির্দেশিকা এফবিআই এর ডোমেস্টিক ইনভেস্টিগেটিভ অপারেশনাল গাইডলাইনস্ (DIOG) দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু জনসাধারণের কাছে তার একটি সংক্ষিপ্ত, সম্পাদিত রূপ পাওয়া যায়। যদিও প্রবলভাবে সম্পাদনা করার জন্য DIOG-র কোনো সম্পূর্ণ মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়, তবুও এটি পরিষ্কার – যে DIOG এফবিআই-কে কোনো ব্যক্তির প্রথম সংশোধনী অধিকার অথবা জাতি, বর্ণ, জন্মের দেশ বা ধর্ম-ভিত্তিক তদন্ত করার অধিকার দেয়। DIOG এছাড়াও এফবিআই-কে কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে তদন্ত করার আগে "মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য ও নির্দিষ্ট অপরাধমূলক ও সন্ত্রাস-যুক্ত কাজকর্মের" তথ্যসংগ্রহ করার কথা বলে। এছাড়াও সে-ব্যক্তির গোষ্ঠীভূক্ত ব্যবসা, বা অন্যস্থান (যেমন, মসজিদ-জাতীয় ধর্মপ্রতিষ্ঠান) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার অনুমতি দেয়, কারণ তাদের মতে "কিছু সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্যরা নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্যেই বাস করে ও কাজকর্ম চালায়।"

মুকাসী নির্দেশিকা ও DIOG যুগপৎভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর নজরদারী, তথ্যসংগ্রহ এবং মানচিত্র তৈরি করে, যা কিনা সমগ্র সম্প্রদায়ের ওপর একটি সমস্যাসঙ্কুল আইনরক্ষা পদ্ধতি। অথচ, কেবল নির্দিষ্ট অপরাধমূলক কাজকর্মের ভিত্তিতেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর এরকম আইনরক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ হওয়া উচিত।

(২) মুকাসী নির্দেশিকায় গোপন তথ্যসংগ্রাহক

মুকাসী নির্দেশিকা এবং DIOG এফবিআইকে গুপ্তচর ও তথ্যসংগ্রাহক নিয়োগ এবং তাদের নির্দিষ্ট অপরাধমূলক কাজকর্ম ব্যতিরেকে সম্প্রদায়ের মধ্যে আরোপ করার অধিকার দেয়। এছাড়াও, তারা তথ্যসংগ্রাহকদের অবৈধ কাজকর্মে লিপ্ত হবার অধিকার দেয়। তারা ফাঁদ পাতার

বিষয়টি নিষিদ্ধ করে না। মুকাসী নির্দেশিকা ২০০৬ সালে প্রণীত তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যালবার্টো গনজালেস-প্রচারিত এফবিআই-এর গোপন মানবসম্পদ বিষয়ক নির্দেশিকা অনুসরণ করতে বলে। এইসব নির্দেশিকাগুলি অনুমতি দেয় – যে গুপ্তচরেরা অবৈধ কাজকর্মে লিপ্ত থাকতে পারে, কেবলমাত্র সেই কাজকর্মগুলি হিংসাত্মক হতে পারবে না, অথবা একজন প্রকৃত এফবিআই কর্মী যে-অবৈধ কাজকর্ম করতে পারবে না – সেগুলির বিষয়ে একটি সীমারেখা থাকবে।

একটি সাম্প্রতিক ২০১০ DOJOIG নির্দেশিকায় এফবিআই তাদের নিজেদের নির্দেশিকা কীভাবে অনুসরণ করে, সে বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, DOJOIG বলেছে-যে এফবিআই কোনো একটি সংগঠন সম্পর্কে তদন্ত করছে তাদের "যুদ্ধবিরোধী অবস্থানের জন্য"। DOJOIG একথাও বলেছে-যে এফবিআই এই সমস্ত তৃণমূল-স্তরের সংগঠনের উপর তাদের তদন্ত বিস্তৃত করেছে, যদিও তাদের ওপর তদন্ত করার কোনো কারণই নেই। এফবিআই প্রশ্ন ওঠে এমন সব কায়দা ব্যবহার করেছে এবং অবৈধভাবে সংগঠনগুলির কাগজপত্র ও তথ্য তাদের ফাইলে জমা করেছে।

(৩) ফাঁদপাতা সম্পর্কে আত্মপক্ষ সমর্থন

আগের অংশে যেমন আমরা বলেছি, প্রাসঙ্গিক এফবিআই নির্দেশিকা বিস্তৃত নজরদারির যন্ত্রপাতি ও ব্যক্তির কাজকর্মের ওপর কোনো সীমারেখা রাখে না। কিন্তু, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, তারা বলতে পারে-যে গুপ্তচরেরা কীভাবে তাদের উপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছে এবং ফাঁদ পেতেছে। এই বিষয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গেলে অভিযুক্ত আসামীকে দেখাতে হবে-যে প্রশ্নাতীতভাবে গুপ্তচরের সাহায্যে সরকার সে-ব্যক্তিকে উক্ত অপরাধ করার জন্য প্ররোচিত করেছে। যদি আসামী সেকথা প্রমাণ করতে পারে, তখন সরকারকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ[3] করতে হবে-যে আসামীর আগেই সে অপরাধ করার ইচ্ছা ছিল।

যদিও সফলতা আসেনি, কিন্তু এই ফাঁদপাতা সম্পর্কে আত্মপক্ষ সমর্থনকে বেশ কয়েকটি সন্ত্রাস মোকদ্দমায় কাজে লাগানো হয়েছে। আসামীরা দেখাতে পেরেছে যে সরকারী গুপ্তচর তাদের সে-অপরাধ করার জন্য প্ররোচিত করেছিল, এবং সরকারের উপর প্রমাণ করার ভার ন্যস্ত করেছে যে, গুপ্তচরের সঙ্গে দেখা হবার আগেই তাদের অপরাধ করার ইচ্ছা বা পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু এই আত্মপক্ষ সমর্থন সর্বদাই ব্যর্থ হচ্ছে, কারণ জুরিরা মনে করেনি যে, কোনো প্ররোচনা ছিল। অথবা, সরকারপক্ষ দেখাতে পেরেছে যে, প্রশ্নাতীতভাবে আগেই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সন্ত্রাসের পরিকল্পনা বা ইচ্ছা ছিল।

---

[3] "সন্দেহাতীতভাবে" কথাটি দ্বারা আমেরিকার ফৌজদারী আইনী ব্যবস্থার মানদণ্ড নির্দেশ করা হয়েছে, যার জন্য সরকার পক্ষের উকিলকে 'কোন ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নিরপরাধ' এ কথাটি মেনে নিয়ে তথ্যপ্রমাণ হাজির করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, সরকার পক্ষের উকিলকে একথা প্রমাণ করতে হবে যে তার প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমানাদি পর্যবেক্ষণ করলে অপরাধীর দ্বারা উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এমন সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে অন্য কোন সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

III. তিনটি মোকদ্দমা

এই অংশটিতে তিনটি নিউইয়র্ক মোকদ্দমার বর্ণনা করা হয়েছে যাতে সরকার মুসলমান সম্প্রদায়কে নিশানা করেছে এবং গুপ্তচর নিয়োগ করেছে। কিন্তু, মনে রাখতে হবে যে, এই কায়দাগুলি কেবলমাত্র নিউইয়র্ক বা নিউজার্সিতেই সীমাবদ্ধ নয়। সারা দেশ জুড়ে অনেকগুলি মোকদ্দমা হয়েছে যাতে একই ধরণের উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে দেখা যায় এই কেসগুলি মুসলমান সম্প্রদায়কে সারাদেশজুড়ে চিহ্নিত করার তিনটি উদাহারণ মাত্র।

যে ঘটনাগুলি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলি অভিযুক্ত আসামীদের পরিবারবর্গকে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে পাওয়া। তাছাড়া আদালতের তথ্য ও সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনও ব্যবহার করা হয়েছে। এই ঘটনাগুলি সরকারী একপেশে বক্তব্য, আসামীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ ইত্যাদি থেকে আরও বড় চিত্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যা কিনা সরকারের গল্প তৈরি করার পিছনে ভূমিকা এবং সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের নীতি ও পদ্ধতির উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে। সন্ত্রাস অভিযোগের প্রেত আসামীদের ওপর তার কালো ছায়া ফেলেছে, এবং তাদের পরিবারবর্গ তাদের সন্তান, স্বামী, ভাই অথবা পিতাকে হারিয়েছে। তারা এই সরকারী গল্পের শিকার হয়েছে, এবং আতঙ্ক ও হয়রানির দ্বারা জর্জরিত হয়েছে।

(১) ডেভিড উইলিয়ামস্ – "নিউবার্গ ফোর" (নিউবার্গ, নিউইয়র্ক)

পরিবারের কথা

যখন ডেভিড উইলিয়ামসের বয়স ছিল ১০ বৎসর মাত্র, তার মা এলিজাবেথ তাদের ব্রুকলিন থেকে নিউবার্গে নিয়ে যান। ডেভিডের বাবা ড্রাগ চার্জে জেলে যায়, এবং মা শহরের অপরাধমূলক কাজকর্ম থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে চান। কিন্তু নিউবার্গ একটি ক্ষয়িষ্ণু শহর। ডেভিড বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সে ড্রাগ বিক্রি করতে শুরু করে, এবং তার পাঁচ বছর জেল হয়।

২০০৭ সালে ২৪ বছর বয়সে জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর ডেভিড তার জীবনকে সহজ পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো হাইস্কুল ডিগ্রী না থাকার কারণে এবং জেলে থাকার কারণে তাকে বিরাট সমস্যায় পড়তে হয়। যাইহোক, এলিজাবেথ বলেছেন, "ও তো ভালই করছিল। আমি তাকে বলেছিলাম, তোমার জেলের রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও তুমি কিন্তু কলেজে যেতে পারো।" তার শিক্ষাগ্রহণের সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ডেভিড ব্রুকলিনের ASA কলেজে তার শিক্ষা সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করে।

ডেভিড তার ছোট ভাইয়ের কাছে একমাত্র ফাদার ফিগার – পিতার মত মানুষ – ছিল। অন্যভাই হাসানকে সঙ্গে নিয়ে ডেভিড ছোট ভাই লর্ড উইলিয়ামসকে যে ভুল সে করেছে, তার থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে গেছে। লর্ড বলেছে, "ও আমাকে সবসময়ে দেখানোর চেষ্টা করেছ জীবনে কী ভাল আর কী করা উচিৎ নয়, আমাকে স্কুলে থাকার কথা বলেছে, রাস্তার বিপদ থেকে দূরে থাকতে বলেছে। "২০০৯-এর গোড়ার দিকে, লর্ড মিলিটারিতে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, এবং এলিট নেভি সীল এর প্রতি তার প্রবল ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মার্চ মাসে তার পেট ভয়ঙ্করভাবে ফুলে যায় ও ডাক্তাররা লিভার ক্যান্সার নির্ণয় করে। লর্ডকে সাথে সাথে হাসপাতালে ভতি করা হয়। ডেভিড সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে।

লর্ড বলেছে, "এই সময়ে আমি প্রথম ডেভিডকে কাঁদতে দেখি। ও যে আমাকে বাঁচাতে পারছে না, আমি বুঝতে পারি ওর মনের ভিতরে কী চলছে।"

© Lyric R. Cabral

এলিজাবেথ বুঝতে পারে ডেভিডের প্রতিক্রিয়া কী হবে। "আমি ওকে বলিনি লর্ড-এর অসুখ কতটা মারাত্মক, কারণ আমি চাইনি সে আবার ড্রাগ ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়ুক। আমি তাকে বলেছিলাম লর্ড ভাল হয়ে যাবে।"

ডেভিডের মাসি অ্যালিসা ম্যাকউইলিয়ামস্ সেই একই কথা বলেন। "ডেভিড দেখছিল তার ভাই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাকে পাঁচবার বাঁচানো হয়েছে। সে জানতো লর্ড এর একটা নতুন লিভার দরকার। সমস্ত অভিজ্ঞতাটি ডেভিডের গলায় যেন ফাঁস পরিয়ে দিয়েছিল।"

ডেভিডের মোকদ্দমা

২০০৯-এর এপ্রিল মাসে একজন ব্যক্তি ডেভিডকে লর্ড-এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং তারও বেশি অর্থ রোজগার করার সুযোগ করে দিল। জেমস্ ক্রোমিটি নামে এক পরিচিত ব্যক্তি তাকে মাকসুদ নামে এক পাকিস্তানী ব্যবসায়ীর কথা বলল যে-নাকি সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যুক্ত। সে ক্রোমিটিকে ২৫০,০০০ ডলার, কয়েকটি বিলাসবহুল গাড়ি, এবং চুলকাটার সেলুন তৈরি করার প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে চাইল, যার সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী আক্রমণ করা যাবে। মাকসুদ ক্রোমিটিকে অন্য সাহায্যকারী ব্যক্তিদের সন্ধান দিতে বলল, যাদেরকেও সে অর্থ দেবে। কিন্তু মাকসুদ বলল তাদেরকেও অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। ডেভিড পরে বলেছে, ক্রোমিটির পরিকল্পনা ছিল সন্ত্রাসী ঘটনার আগেই সে সব অর্থ নিয়ে নেবে। ক্রোমিটি বলেছিল কেউ কোনোভাবেই কোনো আঘাত পাবে না।

মাকসুদের আসল নাম শাহেদ হুসেন। সে ছিল একজন বেতনভুক এফবিআই গুপ্তচর। সে তার আগে আটমাস ধরে ক্রোমিটিকে উৎসাহ দিচ্ছিল যাতে স্থানীয় সিনাগগে বোমা লুকিয়ে রেখে আসা যায়। প্রথমে তাকে নিউবার্গে পাঠানো হয়েছিল স্থানীয় মসজিদ আল-ইকলাসের ওপর নজরদারি ও রিপোর্ট করতে। যখন মসজিদের লোকেরা তার জিহাদে যোগ দেওয়ার কথাবার্তায় সন্দেহ করতে আরম্ভ করে, তখন সে ক্রোমিটির দিকে মনোনিবেশ করে।

হুসেন এর আগেও এফবিআই-এর পক্ষে তদন্তের কাজ করেছে। সে পূর্বে একজন পিৎজার দোকানের মালিক ও অলবানির একজন ইমামের বিরুদ্ধে এফবিআই-কে এক বিতর্কমূলক কেস বা মামলা সাজাতে সাহায্য করে। হুসেন শুধু ক্রোমিটিকেই বদান্যতা দেখায়নি। সে এলিজাবেথকে বলেছিল যে লর্ড যখন ভাল হয়ে যাবে, তখন সে পুরো পরিবারকে ডিজনি-ওয়ার্ল্ডে নিয়ে যাবে। লর্ড বলেছে, “আমাকে যখন মা প্রথম এ-কথা বলে, আমি ভেবেছিলাম লোকটি খুব ভাল।”

১৩ই মে, ২০০৯ তারিখে, এফবিআই-এর নির্দেশমত হুসেন ক্রোমিটিকে, ডেভিডকে ও লাগুয়ার প্যেন ও অনটা উইলিয়ামস্ (ডেভিডের আত্মীয় নয়) –এদের ব্রংক্সে বিভিন্ন সিনাগগের ওপর নজরদারির জন্য নিয়ে যায়। তারপরে সে তাদের কানেকটিকাট নিয়ে যায় তাদের যে স্ট্রিঙ্গার মিসাইল বা ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহার করতে হবে, তা দেখাতে। তারা জানতও না এসব ক্ষেপনাস্ত্র ভুয়া এবং এফবিআই এগুলি সরবরাহ করেছে।

২০ মে রাতে হুসেন ক্রোমিটি, প্যেন ও দুই উইলিয়ামসকে ব্রংক্স-এ নিয়ে যায়। এফবিআই প্রস্তাবিত লক্ষ্যবস্তুর সামনে দু’টি গাড়ি এনে রাখে এবং হুসেনকে নির্দেশ দেয় ক্রোমিটির সাহায্যে বিস্ফোরকগুলিকে গাড়ির ট্রাঙ্কে রাখতে। হুসেন প্রথমে ডেভিডকে নামিয়ে দেয় এবং তারপর বাকিদের প্রথম গাড়িটির কাছে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় গাড়িটির কাছে পৌঁছানোর আগে হুসেন তার টেপ রেকর্ডিং যন্ত্র বন্ধ করে দেয়। এই চার ব্যক্তিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রেফতার করা হয়।

এই সময়ে লর্ড তাদের নিউবার্গের বাড়িতেই ছিল। সে কিছুক্ষণ আগেই তার কেমোথেরাপি থেকে ফিরে এসেছিল এবং এক বন্ধুর সাথে তাস খেলছিল। "আমি দরজায় জোরে শব্দ শুনলাম। আমি ভাবলাম কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে, কারণ কেউ দরজায় কড়া নাড়ছিল না, বরং যেন কেউ দরজায় লাথি মারছিল। তারপর SWAT এর (এফবিআই) দল বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল। আমি হাতদু'টো তুলে দিলাম, এবং বসে পড়লাম।" লর্ড ও তার বাড়ির লোকদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল এবং যতক্ষণ এফবিআই বাড়ির ভেতর তল্লাসি করছিল ও তথ্য সরিয়ে ফেলছিল ততক্ষণ তাদের ওপর কড়া নজর রাখা হল। "প্রথমে আমি ভেবেছিলাম আমার ভাই বাড়িতে ড্রাগ লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু তারপরে আমি শুনলাম সন্ত্রাস, গণবিধ্বংসী অস্ত্র ইত্যাদি শব্দ। আমার সবকিছু গোলমাল লাগছিল।"

প্রথমে অ্যালিসার রাগ গিয়ে পড়ল ডেভিডের ওপর। "আমি ভাবলাম, [গালাগাল] তুই করেছিস কী?" কিন্তু তারপর যখন সবকিছু তিনি শুনলেন তখন তাঁর রাগ গিয়ে পড়ল সরকারের উপর।

হোয়াইট প্লেনসে যখন প্রাথমিক জুরি নির্বাচন হয়, তখন অ্যালিসা বলেছেন, "আমাদের রাজনীতির খেলায় টেনে আনা হয়েছে। মামলাটি পরিচালনা, প্রযোজনা ও রচনা করেছে এফবিআই, এবং তাদের দরকার ছিল কিছু পুতুল। ছাতের ওপর তাদের বন্দুকধারী সৈন্য দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু সে-সব হল লোক দেখানোর জন্য।"

অ্যালিসার মনে পড়ে যখন ডেভিডকে হোয়াইট প্লেনসে লক-আপ করে রাখা হয়, তখন লোকেরা তাদের বাড়ির দরজার তলায় কাগজে সন্ত্রাসী শব্দ লিখে ঢুকিয়ে দিত। "ওকে তো ভেতরে রেখেই বিচার করা ও দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রহরীদের বলা হয়েছিল ওর সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করতে। এইসব ক্ষেত্রে, তুমি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগেই দোষী।"

২০১০-এর অক্টোবর মাসে, আটদিন আলোচনা করার পর, জুরিরা ডেভিডকে দোষী বলে রায় দেয়। ২০১১-র ৩রা মে, বিচারক দোষীর পক্ষে আনীত অভাবিতপূর্ব অন্যায়-পদ্ধতির আশ্রয়গ্রহণ ও ফাঁদ পাতা সংক্রান্ত এক মামলা খারিজ করে দেন। জুন মাসে শাস্তি প্রদানের দিন ধার্য হয়েছে। এই শাস্তি ন্যূনতম ২৫ বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাবাস পর্যন্ত হতে পারে।

মোকদ্দমার প্রভাব

পরিবারের উপর এই মামলায় ক্ষতি হয়েছে অপরিসীম। ডেভিডের গ্রেফতার হওয়ার সময় থেকে এলিজাবেথ নানা সমস্যার শিকার হয়েছেন। তিনি বলেছেন, "যাদের আমি বন্ধু বলে মনে করেছিলাম, দেখলাম তারা কেউই আমার বন্ধু নয়।"

তাঁর এপার্টমেন্ট থেকে তাঁকে উৎখাত করা হয়েছে। তিনি কাজকর্মও ভাল পাচ্ছেন না অথবা কোনো এক নির্দিষ্ট বাসস্থানও খুঁজে পাচ্ছেন না।

২২-বছর বয়সী লর্ড এখন মনে করে সে-ই এই অবস্থার জন্য দায়ী। তার মনের কথা হল, "আমি রোগে পড়বার কারণেই ডেভিডকে এই অবস্থায় পড়তে হল।"

এই ঘটনার পর থেকেই মুসলমান হওয়ার জন্য এবং ডেভিডের ভাই হওয়ার জন্য তাকে নানাপ্রকার হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। কারণ তার ভাই এক অভিযুক্ত সন্ত্রাসী। "সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করলে আমার যতটা খারাপ লাগে, অন্য কিছুতে তত খারাপ লাগে না। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় জীবন যদি এত কঠিন হয় তার চেয়ে মৃত্যুই ভাল।" কিছুদিনের জন্য সে তার ক্যান্সারের ওষুধ খাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছিল। "আমার ভাই বলল, যদি তুমি ওষুধ না খেয়ে মরে যাও, মার দেখাশোনা কে করবে? এখন আমি বুঝি, কাজটা স্বার্থপরের মত হয়েছিল। আমি এখন ওষুধ খাচ্ছি। ম-কেও সাহস দেওয়ার চেষ্টা করছি।"

অ্যালিসা ম্যাকউইলিয়ামস্ তাঁর সমাজের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়ার বেদনা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন, এবং ডেভিডের মামলাকে কেন্দ্র করে এই বিষয়গুলি নিয়ে একজন নেতৃস্থানীয় সংগঠক হিসেবে কাজ করছেন। অ্যালিসা বিশেষভাবে মনে করেন যে, এই মামলায় সরকার মূল্যবান সামাজিক সম্পদ নষ্ট করেছে। "নিউবার্গ এত গরিব জায়গা। সরকার কত টাকা এই মামলা সাজাতে খরচ করেছে? এসব জাল মামলার পিছনে মিলিয়ন ডলার খরচ করলেই কি নিরাপত্তা ফিরে আসবে? তার চেয়ে সমাজ ও সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য এ টাকা খাটাতে পারলে অনেক ভাল হতো।"

"আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে, সরকারের এই অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ও কাজকর্ম থেকে আমাদের কে রক্ষা করবে?" অ্যালিসা বলেন তিনি ভয়ে কাবু বা ভীত নন। তিনি বলেন, "না। আমি শেষ পর্যন্ত ডেভিডের জন্যে লড়াই চালিয়ে যাবো।"

অ্যালিসা দ্রুত বুঝে নিয়েছেন যে, ডেভিডের কেসটি এই ধরনের কয়েক ডজন মামলার মধ্যে একটি, এবং সবগুলিতেই একইভাবে গুপ্তচর নিয়োগ করে মুসলমান যুবকদের লোভ দেখিয়ে, ফাঁদ পেতে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অ্যালিসা এইরকম আরো কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন ও তাঁদেরও প্রকাশ্যে তাঁদের মনোভাব প্রকাশ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। "তাদের বুঝতেই হবে যে ভয়কে জয় করে এগিয়ে এসে তাদের প্রিয় মানুষগুলির পক্ষে সোচ্চারে কথা বলতে হবে।" অ্যালিসা লক্ষ্য করেছেন যে, বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ডেভিডের মামলায় তিনি যে সংগঠনের কাজ করছেন, তা যথেষ্ট ইতিবাচক হয়েছে। "আমি নতুন নতুন সভ্যতা ও ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারছি। কিন্তু এ কেবলমাত্র মুসলমানদের বিষয় নয়। এই সব কিছু আমাদের সমস্ত আমেরিকানকেই যুক্ত করে, আমাদের ওপর প্রভাব ফেলে।"

লর্ড বলেছে, "প্রথমে আমি ভাবতাম, আমার পরিবারেই এমন কেন হল? কিন্তু তারপরে আমি বুঝেছি, এ শুধু আমাদের পরিবার নয়। তার চেয়ে অনেক বড়।"

(২) এলাইভার, ড্রিটান এবং শেন ডিউকা – "ফোর্ট ডিক্স ফাইভ" (চেরিহিলস্, নিউজার্সি)

পরিবারের কথা

এলাইভার, ড্রিটান ও শেন ডিউকা – এই তিন ভাইয়ের কাছে তাদের পরিবারই ছিল সবকিছু। তারা তাদের বাবার ছাত তৈরি ও ছাত মেরামতের ব্যবসাতে সাতদিনই কাজ করত। তারা বাবা ফেরিক ডিউকাকে বলত, এবার তুমি অবসর নাও। ফেরিক বলেছে, "ওরা আমাকে আর কাজ করতে দিত না। ওরা বলত, 'তুমি আর কাজ করতে পারবে না, অনেক দিন কাজ করেছো। তুমি শূন্য হাতে এদেশে এসেছিলে, তুমি আমাদের জন্য কাজ করেছো। এখন তোমাকে আর মাকে কোনো কাজ করতে হবে না।'"

যখন তিন ভাইয়ের হাতে কোনো কাজ থাকতো না, তখন তারা ড্রিটানের পাঁচটি সন্তানের সঙ্গে সময় কাটাতো। ড্রিটানের বড় মেয়ে লাইলা ডিউকা বলেছে, "আমরা সবসময়ে পার্কে যেতাম, পিকনিক করতাম, প্রতিবছর সিক্স ফ্ল্যাগসে যেতাম, আর প্রতি শুক্রবার মসজিদে যেতাম। পরিবার হিসেবে আমরা একসঙ্গে খুব আনন্দে কাটিয়েছি। আমাদের পরিবার একত্র ছিল।" যে বছর ড্রিটান তার পরিবারকে কাছেই এক এপার্টমেন্টে উঠিয়ে নিয়ে যায়, সে বছরটি ছাড়া সব সময়ই তিন ভাই তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে এবং ছোট ভাই বারিম-এর সঙ্গে নিউ জার্সির চেরিহিলসের বাড়িতেই থাকতো।

ডিউকা-রা জাতিগতভাবে আলবেনিয়ান। যখন এলাইভার ছিল ছয় বছরের ড্রিটান ছিল চার, এবং শেন ছিল দেড় বছরের, তখন ডিউকা পরিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হিসেবে চলে আসে। জুরাটা ও ফেরিক ডিউকা প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ায় বৈষম্যের হাত থেকে বাঁচার জন্য ও তাদের ছেলেদের সুন্দর ভবিষ্যত জীবন দেওয়ার জন্য আমেরিকায় আসেন। তাঁদের কোনো ধারণাই ছিল না যে, দুই দশক পরে তাঁদের ছেলেরা নিজেরাই বৈষম্যের শিকার হবে – যে দেশের ওপর তাঁদের এত বিশ্বাস ছিল সেই দেশে – এবং তাদের এফবিআই গড়া পরিকল্পনার ফাঁদে পড়ে বাকি জীবন জেলে কাটাতে হবে।

মোকদ্দমা

যে ঘটনাগুলি ডিউকা পরিবারের জীবনকে ওলটপালট করে দেয়, তা শুরু হয়েছিল ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে যখন এলাইভার, ড্রিটান ও শেন তাদের বাবাকে জিজ্ঞেস করে তারা অনেক দিন পর একটা ছুটি কাটাতে যেতে পারে কিনা।

চার ভাই তাদের আটজন বন্ধুর সাথে পোকোনো পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। এই বেড়ানোর কথা মনে রাখার জন্যে তারা এক সপ্তাহকাল ধরে তাদের বেড়ানোর বিভিন্ন ছবি ভিডিও রেকর্ডিং করে রেখেছিল, এবং একটি ডিভিডি তৈরি করেছিল। তাদের ছোটভাই বারিম ডিউকা, যে তাদের সঙ্গে গিয়েছিল, সে বলেছে, “আমরা একসঙ্গে ১১ জন ছেলে ছিলাম। আমরা সবার জন্য কপি তৈরি করতে চাইছিলাম, তাই আমরা সার্কিট সিটিতে গিয়েছিলাম। যে কর্মচারী ভিডিও দেখেছিল সে শুনেছিল আমরা “আল্লাহু আকবার” বলছি, এবং সে ভিডিওটি পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দেয়। তারা তখন সেটিকে এফবিআই-এর কাছে পাঠায়। এবং তখন এফবিআই আমাদের পিছনে লোক লাগাতে আরম্ভ করে।”

ছুটির ভিডিওটিতে দেখা যায় ডিউকা ভাইয়েরা ও তাদের বন্ধুরা বিনোদন করছে – ঘোড়ায় চড়ছে, স্কি করছে, পেইন্টবল খেলছে, বন্দুক নিশানার জায়গায় বন্দুক নিয়ে নিশানা করছে, এবং একে অন্যের সঙ্গে ঠাট্টা-মস্করা করছে। কিন্তু এই ভিডিও দেখার পরে এফবিআই এই ডিউকা এবং তাদের দুই বন্ধু মহম্মদ শ্নেওয়ার ও সেরডার টাটার-কে নিশানা করে এক বছরব্যাপী এক জটিল ও ব্যয়সাপেক্ষ তদন্তে জড়িয়ে ফেলার জন্যে।

সরকার মাহমুদ ওমার এবং বেসনিক বাকালি নামে দুই বেতনভুক গুপ্তচরকে চেরিহিল-এ পাঠায়। ডিউকা ভাইয়েরা বিশেষ করে বাকালির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে, কারণ সেও একজন আলবেনিয়ান। ভাইয়েরা বাকালিকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসে, এবং তাদের মা জুরাটা বাকালিকে আলবেনিয়ান খাবার রান্না করে খাওয়ায়। তিনভাই ভেবেছিল বাকালি তাদের বন্ধু, যখন আসলে সরকার আইনগতভাবে তাকে নিযুক্ত করেছিল ডিউকা পরিবারের ওপর গুপ্তচরবৃত্তির জন্যে।

পরের এক বছরেরও বেশি সময় ধরে, ওমার ও বাকালি শ্নেওয়ার, টাটার ও ডিউকা ভাইদের সঙ্গে তাদের কথাবার্তা গোপনে টেপ করে। দুই গুপ্তচরই এই ছেলেগুলিকে বারবার করে হিংসার কথা বলে, এবং পীড়াপীড়ি করে, তাদের পুরুষোচিত স্বভাব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে, এবং ইসলামের নামে বিভিন্ন ব্যক্তি যেসব হিংসাত্মক কাজকর্ম করেছে, তার ভিডিও ডাউনলোড করার জন্য উৎসাহিত করে।

২০০৬-এর আগস্ট মাসে গুপ্তচর ওমার মহম্মদ শ্নেওয়ারকে গাড়ি করে ফোর্ট ডিক্স ও অন্যান্য স্থানে নিয়ে যায়, যেগুলি পরে সরকার পক্ষ সংবাদ সরবরাহের ঘাঁটি হিসেবে উল্লেখ করেছে। কয়েক মাস পরে, ওমার এই ভাইদের কাছে অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকা নিয়ে আসে, এবং তাদের আরো বন্দুক কিনতে বলে। বারিম বর্ণনা করেছে, “আমার ভাইয়েরা বন্দুক চাইছিল কারণ তারা আবার পরে পোকোনোস পাহাড়ে যেতে চাইছিল তাদের বন্ধুদের সঙ্গে, এবং নিশানা-বন্দুক খেলার জন্য তারা একটা বড় দলের সঙ্গে লাইনে দাঁড়াতে চাইছিল না।”

কিন্তু ভাইদের আর পরের ছুটি উপভোগ করা হয়নি। ২০০৭-এর ৭ই মে তারিখে যখন তারা বন্দুকগুলি সংগ্রহ করতে যায়, তখন ড্রিটান ও শেনকে গ্রেফতার করা হয়। ড্রিটানের অ্যাপার্টমেন্টে

বারিম ও ড্রিটানের পরিবারের সামনে এলাইভার-কে গ্রেফতার করা হয়।

বিচরা হয় নিউজার্সির ক্যামডেন-এ। ফেরিক ও জুরাটা বলেছেন, "পরের আট সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন আমরা সকাল ন'টা বা ন'টা ত্রিশ থেকে বিকেল চারটে ত্রিশ পর্যন্ত আদালতকক্ষে গেছি। আমরা একটা দিনও বাদ দিইনি।"

তিন ডিউকা ভাই, মহম্মদ শ্নেওয়ার এবং সেরডার টাটার-এর ওপর ফোর্ট ডিক্স আক্রমণের ষড়যন্ত্র এবং অস্ত্র রাখার অভিযোগ আনা হয়। যেকোনো ষড়যন্ত্র মামলায় দলের যেকোনো সদস্যের কাজকে পুরো দলটির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হয়। তাছাড়া, গুপ্তচরেরা ইচ্ছা করেই ওই তিন ভাইয়ের সঙ্গে শ্নেওয়ার ও টাটারকে বেশি যুক্ত করেছিল, যাতে তাদের নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে সুবিধা হয়।

যদিও ফাঁদ পাতার বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ছিল, কিন্তু ডিউকা ভাইদের উকিলরা তাদের এই পরিকল্পনা সম্পর্কে অজ্ঞানতার ওপরেই জোর দিয়েছিল। তারা বলেছিল যে ভাইদের এই ধরণের অপরাধ ঘটানো সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না, এবং ফলতঃ ষড়যন্ত্র প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট তথ্য অনুপস্থিত। এমনকি, গুপ্তচর ওমার আদালতে দাঁড়িয়ে বলেছে যে এই ছক সম্পর্কে ডিউকা ভাইদের কোনো জ্ঞান ছিল না, এবং ওমারের সঙ্গে শ্নেওয়ার যে ফোর্ট ডিক্স-এ গিয়েছিল, সে ব্যাপারেও সে জানতো না। রেকর্ড করা টেপ-এও দেখা গেছে ডিউকা ভাইয়েরা গুপ্তচরদের জিহাদে সমর্থন ও উৎসাহদানের ব্যাপারটিকে প্রত্যাখ্যান করছে। উদাহরণস্বরূপ, এলাইভারের উকিল তার মামলা আরম্ভকালীন বিবৃতিতে বলেছে যে, টেপ-এ শোনা যায় সে বলছে কোনোরকম আক্রমণ করাকে সে "হারাম" বা নিষিদ্ধ বলে মনে করে, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে যে সৈন্যবাহিনী আছে, তারা এমন কিছু করেনি যে তাদের ওপর কোনোরকম আক্রমণ করার প্রশ্ন ওঠে।

কিন্তু যাই হোক না কেন, জুরি ডিউকা ভাইদের ও তাদের সঙ্গে যারা ছিল, তাদের সবাইকেই দোষী সাব্যস্ত করে। এক অসাধারণ সরকারী অনুরোধে যে জুরিরা এ মামলার বিচার করে, তাদের সকলের নামই গোপন রাখা হয়। এর অর্থ কোনো পক্ষ, তাদের আইনজীবী, জনসাধারণ অথবা সংবাদমাধ্যম তাদের নাম জানতে পারবে না। এই ব্যবস্থার কড়া সমালোচনা হয়েছে, কারণ এই পদ্ধতিতে জুরি কর্তৃক বিচার প্রক্রিয়াটিকেই পক্ষপাতদুষ্ট করা হয়েছে, এবং এক ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে যে এই অপরাধীরা এতটাই বিপদজনক যে তাদের বিচারের জুরির নাম গোপন রাখা আবশ্যক। বিচারের পর, জুরি নাম্বার তিন প্রকাশ্যে বলেন যে সব জুরি সদস্যেরই নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল "অপরাধীরা অপরাধটি করতে চলেছে" অর্থাৎ তারা ভবিষ্যতে ফোর্ট ডিক্স আক্রমণ করবে। ডিউকা পরিবার জুরিদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, বিশেষ করে এই তিন নম্বর জুরি, যার ছেলে একজন মেরিন সৈনিক এবং ইরাকের যুদ্ধে আহত হয়েছে। এই জুরি প্রকাশ্যে বলেছেন যে ডাউনলোড করা যে ভিডিওগুলি তিনি দেখেছেন – যা কিনা গুপ্তচরেরা

ডাউনলোড করার জন্য উৎসাহিত করেছিল, তা দেখে তাঁর নিজেরে ছেলের উপর ইরাকে যে আক্রমণ হয়েছে, তার কথা মনে পড়েছে।

পরিবারের উপর প্রভাব

ফেরিক ও জুরাটা ডিউকা এদেশে এসেছিলেন আশাবাদী ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে, ভাষা রপ্ত করেছিলেন, এক সফল ব্যবসা গড়ে তুলেছিলেন, সমাজে সম্মান অর্জন করেছিলেন, এবং সবচেয়ে বড় কথা, একটা সংবদ্ধ ও সুখী পরিবার গড়ে তুলেছিলেন।

এইসব কিছুই পাল্টে গেল যখন সরকার তাঁদের ছেলেদের নিশানা করল। এলাইভার, ড্রিটান ও শেন এখন পর্যন্ত চার বছর জেলে কাটিয়েছে, এবং যদি না তাদের আপীল সফল হয়, সারা জীবনই জেলে কাটাবে। জুরাটা বুঝতেই পারেন না এই মামলা তাঁদের জীবনে যে বিধ্বংসী প্রভাব নিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে কীভাবে মোকাবিলা করবেন। তিনি বলেন, “আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না। আমাদের যে সুখী পরিবার ছিল, তা আর নেই। আমরা আর সেই একই লোক নেই, আমরা যে এখানেও নেই।”

যে রাতে এফবিআই তাঁর ছেলেদের গ্রেফতার করে, সেই রাতেই ফেরিক ডিউকাও গ্রেফতার হন এবং এক মাস তাঁকে ইমিগ্র্যাশন জেলে আটক রাখা হয়।

এই সবকিছুর মধ্যে, জুরাটা বলেছেন, ড্রিটানের পরিবারকে তাদের ভাড়াকরা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে রাতারাতি উচ্ছেদ করা হয়। জুরাটা বলেছেন, “বাড়িওলা তাদের বলল, ‘এরা সব সন্ত্রাসী। এদের এক্ষুনি বার করে দাও।’ আমাদের জামাকাপড় ইত্যাদি নিয়ে আসার জন্য তিন দিন সময় দেওয়া হল। তাদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে আমাদের বাড়ি আমরা জামাকাপড় বয়ে নিয়ে এলাম। এদিকে সংবাদমাধ্যমের লোকেরা আমাদের বাড়ি ঘিরে ধরেছে। আমার একটা ট্রাক ছিল, কিন্তু কেউ চালাবার ছিল না, সাহায্য করার কেউ ছিল না।”

উচ্ছেদের পর ড্রিটানের পাঁচ সন্তান তাদের দাদু-দিদা ও কাকা বারিম এর বাড়ি গিয়ে উঠলো। সেখানেই তারা সেই থেকে বাস করছে। ছাতের ব্যবসা চালানোর জন্য ভাইয়েরা না থাকায়, বারিমকে হাইস্কুল ছেড়ে দিতে হয়েছে যাতে সে তার পরিবারের বাকি সদস্যদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। বারিম জানিয়েছে যে তার ভাইপো ও ভাইঝিরা “এখন প্রায় অনাথ”। সে বলেছে, “আমিই এখন সবাইকে দেখছি, আমি এখন বলতে গেলে চারটি পরিবারকে দেখছি।” একজন ২০ বছর বয়সী ছেলে বারিম এখন ডিউকাদের দু’টি ছাত ব্যবসার একটি দেখে। ফেরিক অবসৃত জীবন ছেড়ে দিয়ে অন্যটির দেখাশোনা করছেন।

গ্রেফতারের সময়ে, ডিউকাদের ছাত ব্যবসায় চার লাখ ডলারের চুক্তি ছিল। ভাইয়েরা গ্রেফতার হবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি নষ্ট হয়ে গেল। যেসব লোকেরা ফেরিকের সঙ্গে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ব্যবসা করেছে, তারা তাদের কাজ অন্য জায়গায় নিয়ে চলে গেল। তাদের সবচেয়ে

বড় ক্রেতা, স্থানীয় অগ্নিনির্বাপক কোম্পানি, ফোন করে জানাল- যে সরকার তাদের সাবধান করে দিয়েছে ডিউকাদের সঙ্গে কোনরকম ব্যবসা না করতে। ইন্টারনেট সাইটে তাঁদের ব্যবসা “সন্ত্রাসীদের দ্বারা চালিত” – এমন কথা লেখা হয়েছে। এক সময়ে তাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন কাছাকাছির মধ্যে চারটি বাড়ি তৈরি করবেন – প্রতি ভাইয়ের জন্য একটি বাড়ি – এখন তাঁদের সংসার চলাই মুশকিল হয়ে পড়েছে।

যেসব প্রতিবেশীকে ডিউকারা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসেছেন, তাঁরাও দূরে সরে গেছেন। যদিও কয়েকজন তাঁদের সাথে সাথে থেকেছেন, কিন্তু অনেক প্রতিবেশীই কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। যখন ভাইদের প্রথম গ্রেফতার করা হয়, তখন অপরিচিত লোকেরা তাঁদের বাড়ির সামনে দিয়ে ড্রাইভ করার সময় “সন্ত্রাসী” বলে চিৎকার করে উঠতো। চেরিহিলসের মুসলমান সম্প্রদায়ও এই পরিবার থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছে। ফেরিক বলেন, “ওরা বলে, ‘আমাদের ভয় করে।’”

ফেরিক ও বারিম নিঃসন্দেহ তাঁরা যখন গাড়ি চালান, তাঁদেরকে অনুসরণ করা হয়। সম্পূর্ণ পরিবারটির উপর ২৪ ঘণ্টা সরকারী নজরদারি চলছে – এই তাঁদের ধারণা। জুরাটা ভয় পান যে, এই মামলার ব্যাপারে মুখ খোলার জন্য তাঁর অথবা তাঁর ১৩ বছরের মেয়ে লাইলার ওপর প্রতি-আক্রমণ হতে পারে। তিনি বলেন, “এদেশে অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা কিছু এমন নতুন ঘটনা নয়।” আমেরিকায় স্বাধীনতাও সুবিচারের ওপর তাঁর আস্থা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে।

এই পরিবারটি প্লেনে চড়েন না, কারণ তারা ভয় পান এয়ারপোর্টে তাঁদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করা হতে পারে, এমনকি আরো বেশি কিছুও হতে পারে। জুরাটা ও ফেরিকের সবচেয়ে বড় দুঃস্বপ্ন হল এবার সরকার বারিমকে শিকারের লক্ষ্য করবে। “সরকার আগেই আমার তিনটি ছেলেকে নিয়ে গেছে... বারিমকেও যদি তারা নিয়ে যায়, বাধা দেবে কে?” – জুরাটার প্রশ্ন। পরিবর্তে, যখন তাঁদের ভ্রমণ করতেই হয়, তাঁরা গাড়ি চালিয়ে যান।

তাঁরা ২০১০-এর জুলাই মাসে কলোরাডোয় যে একমাত্র সর্বাধিক নিরাপত্তার সুপারম্যাক্স জেলে এলাইভার, ড্রিটান ও শেন-কে রাখা হয়েছে সেখানে যান তাদের দেখতে, তখন তারা দু’দিন ধরে গাড়ি চালিয়ে যান। এই প্রথম তাঁরা কয়েকমাসের মধ্যে প্রথমবার তাদের দেখেন, এবং একটি কাঁচের দরজার ভিতর থেকে তাঁরা কথা বলেন। এই প্রথম এলাইভার তার মেয়ে ফাতিমাকে দেখে – সে জন্মেছিল তার বাবার গ্রেফতার হবার পর।

যখন পরিবারের বাকি সদস্যরা কলোরাডো গিয়েছিল, তখন বারিম বাড়িতেই ছিল। তাকে তার ভাইদের সাথে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি বা তার কোনো কারণও ব্যাখ্যা করা হয়নি। “আমাদের সকলে বলত আমরা যে একটা মটরশুঁটির খোলের ভেতর চারটি দানা – আমরা এতটাই ঘনিষ্ট ছিলাম। আমি আমার দাদাদের সাথে সব জায়গায় যেতাম। আর এখন আমি তাদের চার বছর দেখিনি” – বারিমের উক্তি।

গ্রেফতার হবার পর চার বছর ধরে ডিউকা পরিবার কঠিন পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এই বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি করার জন্য, এবং সন্ত্রাসবিরোধী কার্যকলাপে মার্কিন সরকার যেভাবে তার অপব্যবহার করছে, সেই বিষয়ে মানুষকে জানানোর জন্য। বারিম বলেছে, “আমরা যদি না সোচ্চার হই, কে হবে? যত বেশি লোককে আমরা এই বিষয়ে জানাতে পারবো, তত বেশি এফবিআই বুঝতে পারবে যে তারা যা করে চলেছে, তা আর করা চলবে না। এফবিআই-এর বিরুদ্ধে আমাদের মামলা করতে হবে, তাদের কাজকর্মের বিচার করার জন্য।” বারিম তার ভাইদের স্বপক্ষে ফ্রিফোর্টডিক্সফাইভডটকম নামে একটি ওয়েবসাইট চালাচ্ছে।

লাইলা যখন মাত্র ১১ বছর বয়সী ছিল, তখন থেকেই সে এই বিষয়ে প্রকাশ্যে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে। সে বলে, “এ-তো শুধু আমার বাবার ব্যাপার নয়, এরকম হাজার হাজার কেস আছে, এবং আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে, যাতে আমরা প্রকৃতভাবে এক স্বাধীন দেশ পেতে পরি।”

(৩) শাহওয়ার মতিন সিরাজ (বে রিজ, নিউইয়র্ক)

পরিবারের কথা

শাহওয়ার মতিন সিরাজ যখন ১৬ বছরের ছিল, তখন তার মা শাহীনা পারভীন তাঁদের পরিবারকে পাকিস্তান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসেন। পাকিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘু ইসমাইলি সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে তাঁদের নির্যাতনের ভয় করতে হচ্ছিল। তার হাত থেকে বাঁচার জন্যে তাঁরা অ্যাসাইলাম প্রার্থনা করেন। আরো অনেক প্রাক্তন অভিবাসীর মত তাঁরা কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসে আসেনে এবং সেখানেই বসবাস করেন।

যেহেতু স্বাস্থ্যের কারণে তার বাবা সিরাজ আব্দুল রহমান কাজ করতে পারতেন না, এদেশে আসার কিছুদিনের মধ্যেই শাহওয়ার আর্থিকভাবে তার পরিবারকে সাহায্য করতে থাকে। দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রথমে সে বিভিন্ন কাজকর্ম করে, এবং তারপরে বে রিজ, ব্রুকলিনে তার চাচার বইএর দোকান ইসলামিক বুকস্ অ্যান্ড টেপস্- এ কেরাণীর কাজ শুরু করে।

যদিও সে বড়দের মতই দায়িত্ব নিয়েছিল, তার মা ও বোন তার শিশুসুলভ ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মা শাহীনা বলেছেন, “সে একটি সৎ, পরিশ্রমী এবং অপরিণত বালক ছিল।” এমনকি যখন সে কাজ করত, শাহীনা বলেছেন, “আমি সবসময়ে জানতাম আমার ছেলে কোথায় আছে। সে কোথায় থাকে, কী করে, আমি সব জানতাম।” শাহওয়ারের বোন সানিয়ার বয়স এখন ২৪। সে বলেছে, “ওকে একটা যদি ভাল কথা কিছু বলেছো, ও তোমার কেনা হয়ে যাবে। ও একটু অপরিণত ছিল। ও সকলকেই বিশ্বাস করতো।”

মা ও দিদি দু'জনেই শাহওয়ারের বদান্যতার কথা বলেছে। "এগারোই সেপ্টেম্বরের পরে সে ক্ষতিগ্রস্ত ও আহতদের জন্যে রক্তদান করতে চায়। লোকেদের সেই আঘাত দেখে, কষ্ট দেখে সে খুবই দুঃখিত হয়ে পড়ে। সে সবাইকে সাহায্য করতে চায়।" সানিয়া বলেছে, "শাহওয়ার আমার সঙ্গে সবকিছু বলত, সবকিছু ভাগ করত। সে আমাকে পোকিমন ও গাড়ি রেসিং-এর ভিডিও গেমস্ খেলতে শিখিয়েছিল।

মোকদ্দমা

২০০২-এর নভেম্বর থেকে একজন সাদা পোষাকের পুলিশ অফিসার, যার নাম কেবলমাত্র তার ছদ্মনাম কামিল পাশা বলে জানা গেছে, তাদের বই-এর দোকানে ঘোরাফেরা করতে আরম্ভ করে এবং শাহওয়ারের সঙ্গে পরিচয় করে। সে শাহওয়ারকে বিভিন্ন আলোচনায় প্রলুব্ধ করে – যেমন ৯/১১, ওসামা বিন লাদেন, এবং প্যালেস্টাইনের আত্মঘাতী বোমা। শাহওয়ার এইসব বিষয়ে নানা মন্তব্য করে, যেগুলি পরে তার বিরুদ্ধে বিচারে ব্যবহার করা হয়েছে।

সেই একই সময়ে, এক ৫০-বছর বয়সী মিশরীয়-আমেরিকান ওসামা এল-দায়ুদি এনওয়াইপিডি-তে কাজ খুঁজছিল। সে বলেছিল সে ইমিগ্র্যান্টদের মধ্যে জাল পরিচয়পত্র-র ব্যাপারে তদন্ততে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু এনওয়াইপিডি তাকে বলল সে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের "চোখ ও কান"-এর কাজ করতে পারে। এল-দায়ুদি রাজী হল, এবং শীঘ্রই তাকে স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের এক মসজিদে পাঠানো হল। সে প্রমাণ করল সে একজন আগ্রহী নবনিযুক্ত কর্মী : কাজের প্রথম দিনেই সে মসজিদের পার্কিং লটে যত গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, সবক'টির লাইসেন্স প্লেট নাম্বার লিখে নিল সে।

পরের কয়েক মাসে এল-দায়ুদি বিভিন্ন মসজিদে ৫৭৫ বার যায় এবং ৩৫০টি রিপোর্ট পেশ করে। ক্রমে, তাকে বে রিজ ইসলামিক সোসাইটিতে পাঠানো হয়, এবং সেখানে সে নিজেকে একজন সোচ্চার বক্তা ও নাটুকে-জাতীয় ধার্মিক হিসেবে প্রতিপন্ন করে।

© S. Nadia Hussain

শাহীনার বক্তব্য অনুযায়ী, এল-দায়ুদির আসল লক্ষ্য ছিল মসজিদের ইমাম শেখ রেদা শাতা। শাহীনা বলেছেন, "ঐ ব্যক্তি প্রথমে ইমাম সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করতে থাকে, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয় না। তখন সে মসজিদে ঘোরাঘুরি করে সহজ কোনো লক্ষ্য খুঁজে বের করার জন্যে। যখন ইমামকে সে কিছুই করতে পারল না, তখন সে আমার ছেলের পিছনে লাগল।"

২০০৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে এনওয়াইপিডি এল-দায়ুদিকে বলে শাহওয়ারের সঙ্গে বন্ধু পাতাতে। সে তাই করে এবং

রিপোর্ট দেয় যে, শাহওয়ারকে ফাঁদে ফেলা সহজ হবে। সে শাহওয়ারের বন্ধু ১৯ বছর বয়সী ও পাগলাটে ধরণের জেমস্ এলশাফের সাথেও ঘনিষ্ট হয়, যে পরে শাহওয়ারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়।

সময়ের সাথে সাথে শাহওয়ার এল-দায়ুদিকে গুরুজনের মত দেখতে থাকে। সে বলে, "আপনি আমার আব্বার মত।" এল-দায়ুদিও সেভাবেই উত্তর দেয়, বলে "তুমি আমার ছেলে।" এল-দায়ুদি শাহওয়ারকে প্রায় প্রতিদিন বাড়ি পৌঁছে দেয়, এবং তাকে নিয়ে ইসলামের কর্তব্য ও রাজনীতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে। এল-দায়ুদি আমেরিকাকে অভিশাপ দেয় ও বলে, "অমুসলমানের রক্তপাতে কোনো আইনগত বাধা নেই।" এল-দায়ুদি আরো বলে যে, তার ইমাম তাকে মার্কিন সৈন্যদের হত্যা করার জন্য ফতোয়া বা নির্দেশ দিয়েছে। সে আরো বলে যে, যখন মসুলমানরা এত কষ্ট পাচ্ছে তখন সে লিভার পচে মরতে চায় না – সে কিছু একটা "করে যেতে চায়।"

শাহীনা বলেছেন তিনি ও তাঁর স্বামী শাহওয়ারের সঙ্গে এল-দায়ুদির এই হঠাৎ করে বেড়ে ওঠা সম্পর্ককে ভাল চোখে দেখতেন না। "আমি শাহওয়ারকে বলেছিলাম ও খুব খারাপভাবে গাড়ি চালায়, তুমি ওর সাথে যেও না।" কিছু দিনের জন্য সে কথা শুনেছিল, কিন্তু তারপর আবার শুরু করল। আমি বললাম কোরো না, কিন্তু সে বলল, 'ও অসুস্থ, কিছুদিনের মধ্যেই মারা যাবে।'"

২০০৪-এর এপ্রিল মাসে যখন আবু-গারাইবে মার্কিন সৈন্যদের দ্বারা কয়েদীদের নির্যাতনের খবর প্রথম পাওয়া গেল, এল-দায়ুদি সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যাপারটাকে আরও এক ধাপ উঁচুতে নিয়ে গেল। শাহীনা বলেছেন, "এল-দায়ুদি শাহওয়ারকে আবু-গারাইব ও গুয়ান্তানামোর সব ভয়ঙ্কর খারাপ ছবি দেখাতে থাকল। তুমি যদি এই ছবিগুলি এমন কি অমুসলমানদেরও দেখাও, তারাও ক্ষেপে উঠবে। কেউ এসব ছবি দেখে ঠিক থাকতে পারবে না।" এল-দায়ুদি শাহওয়ারকে বলল, "একজন মুসলমান হিসেবে তোমার কর্তব্য তুমি এসবের উত্তরে জিহাদ করো।"

মাসের পর মাস এল-দায়ুদির এই চাপের পর শাহওয়ার সে চাপ আর নিতে পারলো না, যখন তাকে দেখানো হল ইরাকী মেয়েদের ভয় দেখানো ও ধর্ষণ করা হচ্ছে। সে এল-দায়ুদিকে বলল তাদের কিছু একটা করতে হবে। এল-দায়ুদি তখন তাকে বলল, "ব্রাদারহুড" নামে একটি দল আছে, যাদের আপস্টেট নিউইয়র্কের কর্মীরা তাদের সাহায্য করতে পারে। তারপর, ২০০৪-এর মে মাসে, এল-দায়ুদি তার কর্তাব্যক্তিদের জানাল, "এবার সবকিছু রেকর্ড করা যেতে পারে মনে হয়।"

মোটামুটি সেই একই সময়ে তার বন্ধু এলশাফে শাহওয়ারের সাথে স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের একটি হাতে আঁকা মানচিত্র দেখাদেখি করে – যে মানচিত্রে সেখানকার জেল, পুলিশ থানা এবং চারদিকের সেতুগুলি চিহ্নিত করা ছিল। শাহওয়ার মানচিত্রটি এল-দায়ুদিকে দেখালো, এবং এল-দায়ুদি বলল সেটি সে ব্রাদারহুডকে দেখাবে। এলশাফের মানসিক সমস্যা জানা সত্ত্বেও

এল-দায়ুদি তাকে ভাল ভাল কথা বলল এবং জানতে চাইল কীভাবে ভেরাজানো সেতু উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

সে বছরের আগস্টের গোড়ার দিকে – সম্ভবত এল-দায়ুদিকে খুশি করার জন্য – শাহওয়ার বলল যে ৩৪ স্ট্রিটের সাবওয়ে স্টেশনে গভীর রাতে যদি বোমা ফাটানো যায়, তাহলে অনেক অর্থনৈতিক ক্ষতিও করা যাবে, কিন্তু কেউ মরবে না। এবারেও এল-দায়ুদি আগ্রহ প্রকাশ করল। সে বলল ইউরেনিয়াম ২৩৫ এবং রিমোট-কন্ট্রোল বিস্ফোরণ ব্যবস্থা কাজে লাগানো যেতে পারে, এমনকি সে বলল রাশিয়ান অপরাধচক্রের কাছ থেকে আনবিক অস্ত্রের মালমশলা সংগ্রহ করা যাবে। যদিও শাহওয়ারের এসব কথা ভাল লাগেনি, কিন্তু এল-দায়ুদি চাপাচাপি করতে লাগল, এবং জিজ্ঞেস করল ঐ স্টেশনে কি পর্যবেক্ষক ক্যামেরা আছে? ২১শে আগস্ট, সে শাহওয়ার ও এলশাফেকে গাড়ি চালিয়ে ঐ স্টেশনটি দেখাতে নিয়ে গেল। ফিরে এসে তারা এল-দায়ুদির গাড়িতে বসে মানচিত্র তৈরি করল, যেগুলি পরে শাহওয়ারের বিচারে কাজে লাগানো হয়েছে।

মাত্র দু'দিন পরে যখন এল-দায়ুদি শাহওয়ার ও এলশাফেকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছিল, তখন হঠাৎ সে এক আশ্চর্য খবর দিল। সে বলল, “ব্রাদার নাজিম... খুব খুশি হয়েছেন। খুব খুশি হয়েছেন। “শাহওয়ার জিজ্ঞেস করল, “তিনি কে?” এল-দায়ুদি বলল, “তিনি ব্রাদারহুডের উঁচু পর্যায়ের নেতা, এবং তিনি ৩৪ স্ট্রিটের ব্যাপারে খুব, খুব, খুব খুশি হয়েছেন।”

শাহওয়ার বলেছে সে অবাক হয়েছিল কী দ্রুত গতিতে সবকিছু ঘটে চলেছে। শাহওয়ার প্রশ্ন করল এই “ব্রাদার নাজিম” কি জানেন যে, আমরা কোনো হত্যা চাই না, এবং অন্য বিষয়ে কথা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু এল-দায়ুদি বারবার করে সে কীভাবে এই ব্যাপারে কাজ করবে তার অঙ্গীকার নিতে চাইছিল। শাহওয়ার বলল সে কোনো বোমাটোমা রেখে আসতে পারবে না, কিন্তু মোটামুটিভাবে বলল সে পাহারা দেওয়ার কাজ করতে পারে। কিন্তু সে বলল আগে সে মা'র কাছ থেকে অনুমতি নেবে। এসব শুনে এল-দায়ুদির ভাল লাগলো না। সে বলল, “যদি তুমি এসবের মধ্যে যেতে না চাও, তাহলে পরিষ্কার বলে দাও... তুমি করবে কি করবে না?” শাহওয়ার বলল, “না, আমি এসব কাজ করতে চাই না।” এল-দায়ুদি তখন চাপ আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দিল। “ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি ওদের ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি তাহলে। আগে বললে না কেন?” শাহওয়ার জবাব দিল, “আমি জানতাম না আমাকে এসব করতে হবে। আমি শুধু জানি আমি একটা পরিকল্পনা করছি। কিন্তু কি জানো, আমি জানি না সত্যি আমি এসব কাজ করতে পারব কিনা। তাছাড়া এত তাড়াতাড়ি? না, অসম্ভব।” এসব সত্ত্বেও এল-দায়ুদি পীড়াপীড়ি করে, এবং শাহওয়ার তখন সাহায্যকারী পাহারার কাজ করতে রাজী হয়। এবার এল-দায়ুদি খুশি হয়। গাড়ি থেকে নামার আগে শাহওয়ার ক্ষমা চেয়ে নেয়।

এরপর এই তিনজনের মধ্যে কোনো দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। এলশাফে পরে আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছে যে শাহওয়ার এসব পরিকল্পনা থেকে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল।

পরের সপ্তাহে, পুলিশ শাহওয়ারকে একটা পুরনো তুচ্ছ ব্যাপারে কথা বলার জন্য থানায় যেতে বলে, এবং যখন সে যায় তখন তাকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করে।

ব্রুকলিনে তার বিচারে আসামীপক্ষের আইনজীবী বলেছেন যে, তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছিল। তার জবাবে সরকার শাহওয়ার কামিল পাশাকে যেসব কথা আগে বলেছিল, সরকার সেগুলির ওপর জোর দেয়। জুরি তাকে দোষী সাব্যস্ত করে, এবং তার ৩০ বছরের জেল হয়।

মোকদ্দমার প্রভাব

যেদিন শাহওয়ারকে জেল দেওয়া হয়, তার পরদিন ইমিগ্র্যাশনস্ অ্যান্ড কাস্টমস্ এনফোর্সমেন্ট (ICE) এজেন্টরা শাহীনা, সানিয়া ও সিরাজকে আটক করে। শাহীনা ও সানিয়া তার পরের ১১ দিন এলিজাবেথ, নিউজার্সির জেলে কাটান। সানিয়া বলে, "সেখানকার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। আমাদের কোনো আব্রু ছিল না এবং আমাদের সকলের সামনেই স্নান করতে হতো। দু'দিনের জন্যে আমাকে ও আম্মাকে আলাদা করে দিয়েছিল। আম্মা শুধু কাঁদছিল আর বলছিল, 'ওকে নিয়ে যেও না'। আম্মা সারারাত ঘুমোতে পারেনি।"

সমর্থকেরা জেলের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এবং পরিবারের জামিনের জন্য টাকা তুলেছে। যখন শাহীনা ও সানিয়াকে মুক্তি দেওয়া হল, তারা দেখল সরকার তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, পাসপোর্ট ও পরিচয়পত্র সবকিছুই বাজেয়াপ্ত করেছে, এবং তাদের জীবিন ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেছে। সিরাজকে এরপরের ছ'মাস ইমিগ্র্যাশন জেলে কাটাতে হয়।

শাহীনা বলেন, "ওরা আমাদের রাস্তার ভিখারী করে দিয়েছে।" সানিয়া স্কুল থেকে ছুটি নিয়েছে, কারণ টাকা-পয়সা যা ছিল, সবই উকিলের পিছনে খরচ হয়েছে। পরিবারের যে দু'জন রোজগার করত, তারা দু'জনেই জেলে থাকাতে শাহীনাকে সেই একই বইয়ের দোকানে কাজ নিতে হল, যেখানে এল-দায়ুদি তাঁর ছেলের সঙ্গে প্রথম বন্ধুত্ব পাতাতে আসে। তাঁর স্বামীকে অবশেষে ছ'মাস পর যখন জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল, তখন তিনি সে কাজ করতে থাকেন। তারপর থেকে তিনি সাতদিনই সেখানে কাজ করছেন, যদিও কার্যত তারা গৃহবন্দী।

সানিয়া বলেছে, "আমাদের পুরো পরিবারটিই ভীতসন্ত্রস্ত। সবাই বাড়িতেও ভয়ে ভয়ে কথা বলে। আমাদের এক মাসি আমাদের আজ তিন বছর ফোন করেনি। সে এতই ভীত যে আমরাও তার সাথে দেখা করিনি।" শাহওয়ার যেসব বন্ধুর সাথে খেলাধুলা করত, তারা কেউ এ বাড়িতে আর আসে না। বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশীরাও দূরে সরে গেছে।

প্রথমে শাহীনা ও সানিয়াও ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন এবং কারো সাথে কথাবার্তা বলতেন না। শুধু যে তাঁদের সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়ার কারণে একধরণের ভীতি ছিল তাই নয়, ইমিগ্র্যাশন অফিসাররা তাঁদের যেভাবে গ্রেফতার করে, তা তাঁদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত করে দিয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পরে সানিয়ার মনে হত এই বুঝি তারা আবার হানা দিল, এবং সে দুঃস্বপ্ন দেখতো।

শাহীনা বলেছেন তাঁর ছেলের মামলা তাঁদের জীবনকে সবদিক থেকে জটিল করে তুলেছে। "আমার মেয়ের বিয়ে হবে কিনা, সে কোনো কাজকর্ম পাবে কিনা এই এখন আমার ভয়। ওরা আমার সন্তানদের জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে, আমার মেয়ের কলেজে পড়ার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। বছরের পর বছর নষ্ট হয়েছে। সে এখন এক "সন্ত্রাসীর বোন"।

যাই হোক আস্তে আস্তে যখন তাঁরা বুঝতে পারলেন শাহওয়ারের কেসটি একটি বৃহৎ চিত্রের অংশমাত্র, শাহীনা ও সানিয়া তাঁদের নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখা থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে শুরু করলেন। দেশীজ্ রাইজিং আপ অ্যান্ড মুভিং (ড্রাম) নামক একটি সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে শাহীনা ও সানিয়া দু'জনেই সরব হয়েছেন – শাহওয়ারের জন্য এবং মুসলমানদের এইভাবে জাল সন্ত্রাসী মামলায় জড়িয়ে ফেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য। সানিয়ো বলেছে, "এখন আর আমার ভয় করে না। ড্রাম থেকে আমি মনের জোর পেয়েছি, কারণ বহু লোক আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি অনেক শিখেছি, এবং আমার আম্মাও এখন অনেক কাজ করছেন। তিনি সোচ্চার হয়েছেন। আমি সোচ্চার হয়েছি।"

শাহীনাও জানেন তিনি এখন একটি বৃহত্তর ন্যায়বিচার আন্দোলনের অংশ। "২০০৬ সালে আমি ড্রাম-এ যাই, এবং তখন থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে, কেবলমাত্র আমাদেরই নিশানা করা হয়নি, আরো অনেক পরিবারকেই তা করা হয়েছে, এবং অনেক পরিবারের ছেলেই এভাবে জেলে আছে।"

"অনেকগুলি কাহিনী একে অপরের সাথে যুক্ত। আমাদের সমাজে বহু লোককে নিশানা করা হয়েছে, এবং মহিলা ও ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাওয়া হয়েছে।"

(৪) নীল নকসা

সারাদেশে অন্য অনেক মোকদ্দমার মত এই প্রতিবেদনের তিনটি কেসেই গুপ্তচরের দ্বারা ব্যবহৃত তথ্য এফবিআই বা এনওয়াইপিডি-কে যোগান দেওয়া হয়েছে, যার আগে কোনোরকম তথ্যই ছিল না – যে আসামীরা হিংসাত্মক কাজকর্ম করার পরিকল্পনা করছে। সরকারী গুপ্তচরেরা কেবলমাত্র যে নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দিয়েছে তাই নয়, তারা তাদের প্রচেষ্টা মুসলমানদের উত্তেজিত করে তোলার কাজে কেন্দ্রীভূত করেছে। সরকারী গুপ্তচরেরা হিংসামূলক জিহাদ সম্পর্কে আসামীদের মনে প্রথম ধারণার সৃষ্টি ও রোপন করেছে, এবং এমনকি আসামীদের বুঝিয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের কাজ তাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তিনটির মধ্যে দু'টি মোকদ্দমায় সরকার আসামীদের কমবয়স ও দারিদ্র্য – এই দুর্বলতাগুলির সুযোগ নিয়েছে তাদেরকে উত্তেজিত করে তোলবার জন্য। তিনটি মোকদ্দমাতেই সরকার আসামীদের প্রস্তাবিত লক্ষ্যবস্তু পছন্দ করে দিয়েছে বা তা করতে উৎসাহিত করেছে। একইভাবে, তিনটি কেসেই,

সরকার আসামীদের প্রয়োজনীয় মালমশলা – যেমন, অস্ত্রশস্ত্র বা হিংসামূলক ভিডিও – সরবরাহ করেছে, এবং সেগুলিকে পরে তাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছে।

এই প্রতিবেদনে যে তিনটি মোকদ্দমার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার প্রত্যেকটিতেই সরকার ছক পরিকল্পনা ও প্ররোচনার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে – যে ছকগুলি পরে সরকার "ব্যর্থ" করে দিয়েছে এবং আসামীদের অভিযুক্ত করেছে। এই ব্যর্থতার ঘটনা সত্ত্বেও, আসামীদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, এবং ২৫ বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই ধরণের বিচারপদ্ধতি – যা কিনা গুপ্তচর অপব্যবহারের উপর নির্ভর করে – সরকার কাজে লাগিয়েছে তার "স্বদেশজাত সন্ত্রাস" সম্পর্কিত দাবীর যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্যে। প্রতিটি মোকদ্দমাই এই পদ্ধতিগুলির আইনী ব্যবহার ও সরকারী ভূমিকা সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন তোলে।

এই মোকদ্দমাগুলি ও অন্যান্য নথিভুক্ত পদ্ধতি আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং মুসলমান সম্প্রদায়কে সারা দেশে নিশানা করা সম্পর্কে একটি বৃহত্তর নীল নকশার দিকেই অঙ্গুলিসঙ্কেত করে। মানবাধিকার বিষয়ক যেসকল প্রশ্ন আমাদের সামনে এসেছে, সেগুলি আমরা মোকদ্দমাগুলির প্রক্রিয়া এবং তার প্রভাবকে মনে রেখে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি।

III. মানবাধিকারের উপর প্রতিক্রিয়া ও সে-সম্পর্কে বাধ্যবাধকতা

এই প্রতিবেদনে যে পদ্ধতিগুলি আলোচনা করা হয়েছে, তা মার্কিন সরকারের আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের যেসব বাধ্যবাধকতা আছে, সেগুলি সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন তোলে। আমরা নিচে বর্ণনা করেছি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক যেসব চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, তার মধ্যে আছে বিভিন্ন অধিকারের কথা – যেমন, সুবিচারের অধিকার, বৈষম্যহীনতার অধিকার, এবং বাকস্বাধীনতা ও ধর্মের অধিকার। ইন্টারন্যাশনাল কভনেন্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস (ICCPR) এবং ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন দি এলিমিনেশন অব অল ফর্মস্ অব রেশিয়াল ডিক্রিমিনেশন (ICERD)- এই দুই চুক্তির সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এগুলিকে সম্মান রক্ষা এবং পালন করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা বা শাসনকর্তৃত্বের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত ব্যক্তিকেই এই চুক্তিগুলিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে কোনোরকম বৈষম্য ছাড়াই তারা সে চুক্তিগুলির সুফল ভোগ করবে। আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী এইসব অধিকারের অনেকগুলিই নাগরিক ও অ-নাগরিকদের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন একথাও বলে যে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব আছে তার নাগরিক ও অন্যান্যদের সন্ত্রাস এবং হিংসাত্মক ঘটনা থেকে রক্ষা করা। বিশেষ করে, রাষ্ট্রগুলি তাদের পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তামূলক কাজকর্মের মাধ্যমে জীবন রক্ষা করতে বাধ্য। একই সময়ে রাষ্ট্রকে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার সাথে সাথে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনগুলিও রক্ষা করতে হবে।

সুবিচারের অধিকার

ICCPR এবং ICERD-র বাধ্যতামূলক শর্ত অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুবিচারের অধিকার দিতে বাধ্য, এবং তা করতে বাধ্য অ-বৈষম্যমূলক উপায়ে। জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিটি (যারা ICCPR এর সঠিক ব্যবহারের উপর নজর রাখেন) এখনও পর্যন্ত গুপ্তচর দ্বারা ফাঁদ পাতার বিষয়টিকে বিবেচনা করতে পারেনি – যার দ্বারা আমাদের এই প্রতিবেদনের কেসগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে যুক্ত করা যায়। যাই হোক, ইউরোপীয়ান কোর্ট অব হিউম্যান রাইটস্ (ECtHR), যারা মানবাধিকার আইনের শীর্ষস্থানীয় কর্তাব্যক্তি, তারা সাদা পোষাকের পুলিশী তদন্তের ব্যাপারে এই আইনের প্রয়োগ করেছে। বিশেষ করে, ECtHR মনে করে যে একটি সুবিচার অপরাধমূলক মামলার সমস্ত দিকগুলিকেই সুবিচার করবে, এর মধ্যে আছে “কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে” – সে বিষয়টিও। ছদ্মপরিচয়ে বা সাদা পোষাকে তদন্তের ব্যাপারে ECtHR বলেছে যে, এইসব তদন্ত থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যাবে যেখানে পুলিশ অপরাধ করার বিষয়ে কাউকে উত্তেজিত করে তুলেছে, সেগুলি সুবিচার বহির্ভূত। সুতরাং, যাতে নির্দিষ্ট আইনী প্রক্রিয়া এবং সুবিচার লঙ্ঘিত না হয়, ছদ্মপরিচয়ের কর্মীরা অবশ্যই “এক নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করবে”, এবং “কোনোভাবেই এমন কিছু করতে কাউকে প্ররোচিত বা প্রলুব্ধ করবে না যেগুলি এমনিতে সে ব্যক্তি কখনোই করতো না।” অন্যথায়, উত্তেজিত করে তোলার পর তথ্য সংগ্রহ আসামীকে “প্রথম থেকেই সুবিচার পাওয়ার ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করবে।”

বৈষম্যবিহীনতার অধিকার

বৈষম্য সম্পর্কে বাধানিষেধ ICERD ও ICCPR দু'টি চুক্তিরই এক প্রধান স্তম্ভ। এমনকি জাতীয় সঙ্কটের সময়েও এর থেকে কোনো প্রকার বিচ্যুতি আইনসিদ্ধ বা অনুমোদিত হয় না। ICCPR জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্যান্য মতভেদ, জন্মের দেশ বা সমাজ, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য তথ্যকে এই বৈষম্যবিহীনতার আওতায় আনে। ICERD-র আওতায় রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলি "জাতিগত বৈষম্যকে ধিক্কার জানায় এবং সকল প্রকার যুক্তিযুক্ত উপায়ে ও যতশীঘ্র সম্ভব সকল জাতিগত বৈষম্যমূলক আচরণ লুপ্ত করার অঙ্গীকার করে।" ICERD-র সংজ্ঞা অনুযায়ী জাতিগত বৈষম্য নিচের বিষয়গুলিকে অন্তর্ভূক্ত করে –

"কোনরূপ পার্থক্য নির্দেশ, বর্জন, সংকোচন বা পছন্দ-নির্বাচন যা কিনা জাতি, বর্ণ, কোন্ সমাজ থেকে সৃষ্ট, কোন্ দেশে বা সম্প্রদায়ে জন্ম – যেগুলি সমানাধিকারের ভিত্তিতে মানুষকে তার প্রাপ্য মানবাধিকার – রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা অন্য যেকোনো নাগরিক জীবনের ক্ষেত্রে দেয় না – [সেগুলি সবই এই বৈষম্যের তালিকায় আসে]।"

যদিও ICERD সরাসরি ধর্মকেন্দ্রিক বৈষম্যকে তার আওতায় আনেনি, কিন্তু অন্য বিশেষজ্ঞরা তার আইনের ধারাগুলিকে ধর্মীয় বৈষম্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য বলে মনে করেন, বিশেষ করে যখন সেগুলি জাতিগত বৈষম্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা ও বাক্-স্বাধীনতার অধিকার

ICCPR গ্যারান্টি দেয় যে, মানুষের চিন্তার অধিকার থাকবে, বিবেকের অধিকার থাকবে, ধর্মীয়, মতামত ও বাক্-স্বাধীনতা থাকবে। মানবাধিকার কমিটি সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদ... "সুদূরপ্রসারী ও জোরদার হবে; সমস্ত বিষয়ের উপর চিন্তাভাবনা করার স্বাধীনতা দেবে, এবং ব্যক্তিগতভাবে বা সামাজিকভাবে একে অন্যের সাথে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ধর্ম-আনুগত্য সম্পর্কে স্বাধীনতা দেবে। ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদটিও বিশ্বাস মতামত প্রকাশ ও তথ্য সম্পর্কে স্বাধীনতার বিষয়ে সুস্পষ্ট যা বলেছে, ব্যক্তির "সকল প্রকার তথ্য ও চিন্তাধারা সংগ্রহ, গ্রহণ ও ভাগ করে নেওয়ার স্বাধীনতা থাকবে।"

চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা সরকারের নজরদারি ও সন্ত্রাসবিরোধী অনুসন্ধানে ও তদন্তে কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বী হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে নিশানা করার সাথে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত। সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে মুসলমান সম্প্রদায়কে নিশানা করা মতামত প্রকাশ ও বাক-স্বাধীনতার বিষয়টিকে যুক্ত করে, বিশেষ করে, যখন কোনো রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের কারণে কোনো ব্যক্তিকে অতিরিক্ত নজরদারির মধ্যে পড়তে হয়। চরমপন্থার বিরুদ্ধে নেওয়া কর্মপদ্ধতি ও নীতি একটি প্রক্রিয়ার ফল মাত্র, এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইসলামভীতির বাতাবরণ। এ সবকিছুই মুসলমান সমাজে বাক্-স্বাধীনতা ও ধর্মের স্বাধীনতাকে পরোক্ষভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

বহু মুসলমান বা যাঁদেরকে মুসলমান ভাবা হয় তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের ধর্মাচরণ পদ্ধতি পাল্টে ফেলেছেন। উদাহরণস্বরূপ, অনেকেই তাঁদের চেহারা বা পোষাক পাল্টে ফেলেছেন, জনসমক্ষে প্রার্থনা বা উপাসনা কমিয়ে দিয়েছেন, নাম বদলে ফেলেছেন, এবং এখন রাজনৈতিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা থেকে বিরত থাকেন। এইভাবে, নিশানা, নজরদারি ও বৈষম্যমূলক আচরণ মুসলমান সমাজে ধর্মীয় স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ১৮) ও মতামত ও বাক্-স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ১৯) দু'টিকেই গুরুতরভাবে ব্যাহত করেছে। বহু আমেরিকান মুসলমান তাঁদের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারেন না এবং নির্ভয়ে তাঁদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করতে পারেন না। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে অধিকাংশ মুসলমান মনে করেন, "আমেরিকায় মুসলমান হওয়া আরো কঠিন হয়ে পড়েছে।" তিন-চতুর্থাংশ মানুষ বলেছেন, "মার্কিন সন্ত্রাস-বিরোধী কার্যক্রম নজরদারির জন্য মসলমানদের বেশিমাত্রায় চিহ্নিত করে।"

আমাদের পরামর্শ, দাবী এবং সর্বশেষ মন্তব্য

এই সকল মানবাধিকার বিষয়ক বাধ্যবাধকতার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য CHRGJ মার্কিন সরকারকে জরুরী ভিত্তিতে নিম্নলিখিত দাবী ও পরামর্শ মেনে চলতে বলে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সন্ত্রাসবিরোধী তদন্তের বিষয়ে এগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ – বিশেষতঃ যেগুলি অত্যধিক নজরদারি করার বিষয়ে এবং সন্দেহ বা অপরাধ ব্যতিরেকেই গুপ্তচর লাগানোর ব্যাপারে কাজে লাগানো হয়েছে ও হয়ে চলেছে।

আমাদের দাবী ও পরামর্শ হল –

- মার্কিন সরকার চরমপন্থাগামিতার থিয়োরি প্রত্যাখ্যান করুক, যে থিয়োরি ধর্ম, বিশ্বাস, মতামত ও প্রকাশের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, এবং যেসব প্রতিরোধমূলক ও অভিযোগমূলক প্রক্রিয়া এই থিয়োরিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, সেগুলিও প্রত্যাখ্যান করুক।

- মার্কিন কংগ্রেস বর্তমান তথ্য সংগ্রহের প্রণালীগুলির ওপর শুনানী সংঘটন করুক – বিশেষ করে গুপ্তচর দ্বারা সন্ত্রাসবিরোধী তদন্তের প্রণালী এবং সেইসব সন্ত্রাসদমন নীতিমালা, যা মুসলমান, আরব এবং দক্ষিণ এশীয় মার্কিন বাসিন্দাদের ওপর কুফল ফেলেছে।

- ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস তার ২০০৩-এর জুন মাসের বিশেষ জাতিকে চিহ্নিত করার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা সংশোধন করুক যাতে সীমান্ত ও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়ে আইনে যেসব ফাঁকফোকর আছে, সেগুলি লুপ্ত করা য়ায়, ধর্মীয় বা জাতিগত কারণে চিহ্নিতকরণ বন্ধ করা যায়, এবং নিশ্চিত করা যায় যে, নির্দেশিকার সঠিক ব্যবহার হচ্ছে।

- এগারোই সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে যেসব সন্ত্রাস-সম্পর্কিত মামলা-মোকদ্দমা হয়েছে – যাতে গুপ্তচর নিয়োগ করা হয়েছে – সেগুলির বিষয়ে তদন্ত করা হোক, যাতে বিশেষ করে কীভাবে গুপ্তচরেরা কাজকর্ম করেছে তার পর্যবেক্ষণ থাকে, এবং কীভাবে তাদের কাজে লাগানো

হয়েছে, কী ধরণের তথ্য তারা সংগ্রহ করেছে, এবং সন্ত্রাসী পরিকল্পনা তৈরি করতে তারা কীভাবে মানুষকে উত্তেজিত করছে, তার পুনর্মূল্যায়ণ থাকে।

- এটর্নি জেনারেল হোল্ডার ২০০৮-এর মুকাসী নির্দেশিকা, ২০০৬-এর গোপন মানবসম্পদের গঞ্জালেস্ নির্দেশিকা এবং ২০০২-এর এফবিআই গুপ্ত কার্যকলাপের বিষয়ে নির্দেশিকা বাতিল করে নতুন নির্দেশিকা প্রণয়ন করুন। এই নতুন নির্দেশিকা তদন্তের পূর্বে করা "সমীক্ষা" ধাপটিকে লুপ্ত করে দিক। তাছাড়া, এই নতুন নির্দেশিকা যেন নিশ্চিত করে যে –
    - এফবিআই ও অন্যান্য আইনরক্ষাকারী সংস্থা প্রাথমিকভাবে পাওয়া কোনো অপরাধের তথ্য বা যোগ ছাড়া কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেন তদন্ত না করে এবং গুপ্তচর নিয়োগ না করে।
    - এফবিআই ও অন্যান্য আইনরক্ষাকারী সংস্থা নজরদারি, গুপ্তচর নিয়োগ বা অন্য তথ্য সংগ্রাহী উপায় দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে নিশানা যে না করে – যে নিশানা জাতি, ধর্ম, জন্মের দেশ, রাজনৈতিক এবং ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে করা হয়েছে।
    - এফবিআই যেন কোনোভাবেই গুপ্তচর দ্বারা মানুষকে ফাঁদে না ফেলে।
- এনওয়াইপিডি যেন তাদের নির্দেশিকা সংশোধন করে যাতে কোনো তদন্ত নির্দিষ্ট এবং যথেষ্ট অপরাধের সন্দেহভিত্তিক হয়।

© Lyric R. Cabral

CHR&GJ
center for human rights and global justice
nyu school of law

এগারোই সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে, মার্কিন সরকার আমেরিকার মুসলমানদের নিশানা করেছে – প্রধানতঃ মসজিদও মুসলমান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বেতনভুক, অশিক্ষিত ও অপটু গুপ্তচর নিয়োগের মাধ্যমে। এই ব্যবস্থায় ২০০ এরও বেশি ব্যক্তিকে সন্ত্রাস বিষয়ক মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। মার্কিন সরকার এই মোকদ্দমাগুলিকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রাক্তন এফবিআই কর্মীরা, স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, সংবাদমাধ্যম, জনসাধারণ এবং সামাজিক সংস্থাগুলি এই ব্যবস্থার বৈধতা ও কার্যকরিতা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এই সমালোচকেরা বলেন যে এই প্রকার গুপ্তচরবৃত্তি এবং তার ফলে আনীত অভিযোগগুলি ফাঁদ পাতার নামান্তর মাত্র।

বর্তমান প্রতিবেদনে[1] তিনটি উঁচু পর্যায়ের সন্ত্রাস-মোকদ্দমা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

CENTER FOR HUMAN RIGHTS AND GLOBAL JUSTICE

New York University School of Law
139 MacDougal Street, 5th Floor
New York, NY 10012

www.chrgj.org

© Lyric R. Cabral